CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 October, 2020 ■ আগরতলা, ৮ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ২১ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিবিআইয়ের প্রাক্তন ডিরেক্টর অশ্বিনী কুমারের আত্মহত্যা

নয়াদিল্লী, ৭ অক্টোবর।। আত্মঘাতী হলেন সিবিআইয়ের প্রাক্তন ডিরেক্টর তথা নাগাল্যান্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল অশ্বিনী কুমার। শিমলার ব্রকহর্সরে বাড়ি থেকে বুধবার রাতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

শিমলার পুলিশ সুপার মোহিত চাওলা সংবাদ সংস্থা এএনআইকে অশ্বনী কুমারের আত্মঘাতী হওয়ার খবরটি দেন। কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করলেন সে বিষয়টি স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। তবে সূত্রের খবর, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অবসাদে ভুগছিলেন সিবিআইয়ের এই প্রাক্তন ডিরেক্টর। পুলিশের দাবি, অশ্বিনী কুমারের ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই এই চরম রাস্তাকে বেছে নিলেন বলে ওই সুইসাইড নোটে লেখা রয়েছে।

হিমাচল প্রদেশ পুলিশের ডিজি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হত্যার পর মহিলাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ অক্টোবর।। বিলোনিয়া উত্তর শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের চোত্তাখলা কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় সুনীতি শীল শর্মা নামে এক মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে রহস্যের দানা বাঁধতে শুরু করেছে। যদিওবা শ্রীরামপুর ফাড়ির পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নেয়। কিন্তু মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনেরা সুনীতি শীল শর্মার হত্যার দাবী করে শ্রীরামপুর ফাড়িতে মামলা করে। তাদের অভিযোগ সুনীতি শীল শর্মাকে হত্যা করে।

আত্মহত্যা বোঝানোর জন্য গাছে ঝুলিয়ে রাখে তার স্বামী রবীন্দ্র শীল, ছোট ছেলে নির্মল শীল সহ ছেলের বউ সোমা শীল। এই তিন জনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ তুলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ অ্যান্টিবডি শরীরে রয়েছে কিনা জানতে রাজ্যে এমাসেই শুরু সেরো সার্ভে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। রাজ্য মন্ত্রিসভা রাজ্য জুড়ে সেরো-সার্ভে শুরু করার অনুমোদন দিয়েছে এবং এটি অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী নাথ বলেন যে সেরো-সার্ভে রাজ্যে সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি স্তরের একটি অনুমান সরবরাহ করবে।

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডাক্তার, নার্স, পুলিশ সদস্য এবং সুরক্ষী প্রহরী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী সহ ফ্রন্টলাইন কর্মীদের পরীক্ষা করা হবে এবং পরে অন্যান্যদের করা হবে বলে জানান তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ আরও জানিয়েছেন, অ্যান্টিবডিগুলি পরিচালনার জন্য কিটস এবং মেশিন ইতিমধ্যে রাজ্যে এসে পৌঁছেছে এবং রাজ্য জুড়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছে। যারা কোভিড -১৯ পরীক্ষায় পজেটিভ হয়েছেন তাদের ২৮ দিন পর পরীক্ষা করা হবে এবং এই পরীক্ষাটি রাজ্যে অ্যান্টিবডিগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করবে। রাজ্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যে পরীক্ষাটি পরিচালনার ছাড়পত্র দিয়েছে এবং এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে।

এদিকে আসন্ন দুর্গা পূজা উৎসব চলাকালীন নাইট কারফিউ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। কেন্দ্র ইতিমধ্যে বিদ্যালয়গুলিকে পুনরায় খোলার অনুমতি দিয়েছে।

তবে ত্রিপুরা কেবলমাত্র নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরই তাদের অভিভাবকদের লিখিত সম্মতিতে বিদ্যালয়গুলিতে যেতে অনুমতি দিয়েছে। দুর্গাপূজার সময় নাইট কারফিউ এবং নিষেধাজ্ঞার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ তখন করোন ভাইরাসের প্রসারের এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

এদিকে, রাজ্যে গত চব্বিশ ঘন্টায় তিনজনের মৃত্যু হয়ে করোনায়। গতকাল সন্ধ্যা থেকে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মিডিয়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, এই চব্বিশ ঘন্টায় রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২ হাজার ১৫৬ জনের। এর মধ্যে আরটিপিসিআর ৫৬৬ এবং রেপিট এন্টিজেন্ট টেস্ট করা হয়েছে ১৫৯০ জনের। তাতে দেখা গিয়েছে আরটিপিসিআরে কোভিড -১৯ পজেটিভ রোগী সনাক্ত হয়েছে ১৫ জন এবং রেপিড এন্টিজেন্ট টেস্টে রোগী সনাক্ত হয়েছে ২২২ জন। মোট ২৩৭ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট ২৪ ঘন্টায় পজেটিভ এসেছে। অন্যদিকে তিন জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে সুস্থ হয়েছেন ৪৪৩ জন।

মিডিয়া বুলেটিন মোতাবেক আরও জানা গিয়েছে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩০১ জনের। তাছাড়া করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ হাজার ৫৪৫ জন। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ১৭৫ জন। করোনা পজেটিভ গড় হিসাব ৬.৮১ শতাংশ এবং সুস্থ হওয়ার গড় ৮৩.৭৩ শতাংশ।

কৈলাসহরে মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর থানা এলাকার দেওছড়ায় এক উপজাতি মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে দেওছড়া এলাকার এক উপজাতি মহিলা দেবস্থান এলাকায় জুম চাষ করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই আব্দুল রাজ্জাক সহ ২ যুবক মিলে মহিলাকে জাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। জুম চাষে আসা উপজাতি মহিলা চিৎকার করলে আব্দুর রাজ্জাক তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে ওই উপজাতি মহিলাকে। কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেন ওই উপজাতি জুমচাষী মহিলা।

লম্পট যুবকদের রোষানল থেকে কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে ফিরে এসে ওই মহিলা কৈলাশহর মহিলা থানায় আব্দুর রাজ্জাকসহ অভিযুক্ত অপর এক যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত আব্দুর রাজ্জাক ও অপর যুবক পলাতক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নার্সিং হোমে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহরের একটি নার্সিংহোম এর বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গৌরী দাস নামে এক রোগীকে গোল্ড ব্লাডার অপারেশন করানোর জন্য গত ৫ অক্টোবর ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসক গলব্লাডার অপারেশন করেন। ভুল চিকিৎসার কারণে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে নার্সিংহোমে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ওই নার্সিংহোম থেকে রোগিনীকে জিবি হাসপাতাল এ তড়িঘড়ি রেফার করে দেওয়া হয়। তাতে রীতিমত হতভম্ব হয়ে পড়েন রোগিনীর পরিবারের লোকজনরা।তারা অভিযোগ করেছেন চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার কারণে রোগীর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে এবং নার্সিংহোম থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। রোগীর পরিবার এর লোকজনরা দাবি করেছেন ভালো পরিষেবা পাওয়ার জন্যই তারা নার্সিংহোমে রোগিনীকে ভর্তি করিয়েছিলেন। ভালো পরিষেবা পাওয়া তো দূরের কথা উপরন্ত রোগী বর্তমানে মৃত্যুর পথে প্রহর গুনছে। এ ব্যাপারে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলেছেন রোগীর পরিবারের লোকজনরা। এ ব্যাপারে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানানো হয়।

যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির অনুমতি দেয়নি সরকার জানালেন পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় যাত্রী ভাড়া বাড়ানোর অনুমতি দেয়নি সরকার। তাই যাত্রীদের কাছ অভিযোগ পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ বুধবার এ-কথা সাফ জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়।

প্রসঙ্গত, করোনাকালে স্বাস্থ্যবিধির দোহাই দিয়ে যান চালকরা যাত্রীদের কাছ থেকে অধিক ভাড়া আদায় করছেন। অথচ প্রতি ক্ষেত্রেই যান চালকরা করোনা-র স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করছেন। গাড়িতে যাত্রী ঠাসা ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এ-বিষয়ে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, করোনা-র প্রকোপে জনসুরক্ষায় যানবাহনের গতিবিধির উপর ক্রমাগত নজরদারি চালানো হচ্ছে। তাতে গত ছয় মাসে ২৫ লক্ষাধিক টাকা জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, কোনও অবস্থাতেই চালকদের অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। নিয়ম লঙ্ঘন হলেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তাঁর দাবি, যাত্রী পরিবহণে কোনও যানবাহনে ভাড়া বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। বরং করোনা-র স্বাস্থ্যবিধি মেনে গাড়ি চালাতে আগ্রহীদের রাস্তায় নামতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, ভাড়া বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ভাড়া বেশি নেওয়া হলে ওই গাড়ির নম্বর সহ পরিবহণ দফতরে অভিযোগ জানান। ওই গাড়ির মালিক কিংবা চালকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মন্ত্রীর সাফ কথা, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। আবারও ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। কিন্তু এখন অন্যায়ভাবে ভাড়া আদায় করা হলে তা বরদাস্ত করা হবে না।

রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ অক্টোবর।। গরু চড়াতে গিয়ে মালবাহী রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি। ঘটনা তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন ত্রিশা বাড়ি এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিত বিশ্বাস (৫৭) নিজের গবাদি পশু নিয়ে রেললাইনের পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে আগরতলা থেকে গৌহাটি যাওয়ার উদ্দেশ্যে এক মালবাহী রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত ওই ব্যক্তি। রেল ধাক্কা দিয়ে সঞ্জিত বিশ্বাসের গবাদি পশুটি ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং সঞ্জিত বিশ্বাসের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। ঘটনার খবর যায় নিজ বাড়িতে সেই সঙ্গে খবর যায় রেল পুলিশে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পরিবারের লোকজন। গুরুতর আহত অবস্থায় সঞ্জিত বিশ্বাসকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে পরিবারের লোকজনেরা। বর্তমানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অক্টোবরের প্রতি শনিবার মাস্ক এনফোর্সমেন্ট ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। রাজ্যে গত ১৮ ও ১৯ সেপেম্বর ২০২০ মাস্ক এনফোর্সমেন্ট ডে পালন করা হয়েছিল। তাতে জনসাধারণের মধ্যে মাস্ক বা ফেসকভার ব্যবহারের এবং পাব্লিক প্লেসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে সাফল্য লাভ করেছে। বিষয়টি রাজ্য সরকারের নজরে আসায় ২০২০ সালের অক্টোবর মাসের প্রত্যেক শনিবার মাস্ক এনফোর্সমেন্ট ডে হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মাস্ক এনফোর্সমেন্ট ডে-তে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, সংগঠন এবং কমিউনিটির মাধ্যমে মাস্ক বা ফেসকভার ব্যবহারের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি জেলা এবং আরক্ষা প্রশাসন 'দি ত্রিপুরা এপিডেমিক ডিজিজ, কোভিড-১৯ রেগুলেশনস ২০২০' বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করবে এবং এই রেগুলেশনের ধারাগুলি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবস্থা নেবার পাশাপাশি জরিমানাও আদায় করা হবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রচুর সংখ্যক ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন করা হবে এবং তারা এই আইনের বিভিন্ন ধারা প্রয়োগের উদ্যোগ নেবে। মুখ্য সচিব এক আদেশে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ক্রেতা সেজে বাইক ছিনতাই খয়েরপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ অক্টোবর।। বিশালগড় থানা থেকে শুরু করে রাজ্যের অধিকাংশ থানার মধ্যে নাসির আহমেদ উরফে নসুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন চুরি, ছিনতাইবাজ, অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এইসবের জন্য কেইস রয়েছে। শুধুমাত্র একবার নয় কয়েকবার অবৈধ মাল সমেত পুলিশের জালে আটক হয়েছে এই মাস্টার মাইন্ড নসু।

কিছুদিন আগেও পানিসাগর থানার পুলিশের কাছে ড্রাগ সহ একটি চুরির গাড়ী সমেত আটকে পড়ে মাস্টার মাইন্ড। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষমতাশালী লোকশাসক দলের নাম করে থানায় গিয়ে ক্ষমতা দেখিয়ে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এদের মতো অপরাধীদের থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু থানা থেকে ছুটে সেই অবৈধ কাজে আবার লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এবারের ছিনতাই করাটা যেন ফিল্মি কায়দায়। পুরাতন আগরতলার পাঁচ নাম্বার মন্ডলের পঞ্চায়েত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৫ অক্টোবর এডিসি এলাকায় ২৪ ঘণ্টার বনধ ডাকল আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। তিপ্রাল্যান্ড সহ একাধিক দাবির ভিত্তিতে ত্রিপুরার শাসকজোট আইপিএফটি এডিসি এলাকায় ২৪ ঘণ্টার বনধ ডেকেছে। আগামী ১৫ অক্টোবর সকাল ৬টা থেকে ১৬ অক্টোবর সকাল ৬টা পর্যন্ত বনধ-এর ডাক দিয়েছে শাসক জোট। আজ বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন আইপিএফটি-র সহ-সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা।

এদিন মঙ্গল দেববর্মা বলেন, গত ২ অক্টোবর আইপিএফটি-র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ১৩ তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক তথা জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ার নেতৃত্বে চার বিধায়ক এ-মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লি যাবেন। ওই প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা-র কাছে একাধিক দাবি সংবলিত স্মারকপত্র প্রদান করবেন।

তিনি জানান, তিপ্রাল্যান্ড সহ একাধিক দাবিতে আগামী ১৫ অক্টোবর ২৪ ঘণ্টার এডিসি বনধ পালন করবে আইপিএফটি-র ব্যানারে শাখা সংগঠনগুলি। তাঁর কথায়, তিপ্রাল্যান্ড গঠন, জনজাতি কল্যাণে হাইপাওয়ার মডালিটি কমিটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ এবং এডিসি-র অধিক ক্ষমতায়নে সংসদে ১২৫ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আইন প্রনয়ণ সহ একাধিক দাবির ভিত্তিতে ওই বনধ পালন করা হবে।

এদিকে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে আসন রফার বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন মঙ্গল দেববর্মা। তিনি বলেন, বিজেপি এবং আইপিএফটি-র শীর্ষ নেতৃত্ব বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে আসন রফার বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন।

নতুন কোভিড হাসপাতাল, সূচনা ৩১ শে উদ্যোগ নতুন অক্সিজেন প্ল্যানিং সেন্টারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। করোনা-র প্রকোপে মানুষকে আরও ভালো চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য জিবি হাসপাতালের জয়ন্তী ওয়ার্ডে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল শুরু হচ্ছে। আগামী ৩১ অক্টোবর ওই হাসপাতালের সূচনা হবে। পাশাপাশি, নতুন অক্সিজেন প্ল্যানিং সেন্টার গড়ে তোলা হবে। বুধবার এ-কথা জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

এদিন তিনি বলেন, জিবি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসায় পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স, প্যারা মেডিক্যাল কর্মী, এমন-কি সুলভ কর্মীরাও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে দারুণ কাজ করছেন। তিনি জানান, জিবি-তে অক্সিজেনের এখন কোনও সমস্যা নেই। তাঁর দাবি, প্রতিদিন ১১৭টি অক্সিজেন সিলিন্ডারের প্রয়োজন হচ্ছে। সে তুলনায় ৩৭০টি অক্সিয়জেন সিলিন্ডার মজুত রয়েছে। তাছাড়া, অক্সিজেন কন্সেন্টেটর পর্যাপ্ত হারে মজুত রাখা হয়েছে।

প্রতিমা ভৌমিক বলেন, জিবি হাসপাতালের জয়ন্তী ওয়ার্ডকে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে রূপান্তর করা হচ্ছে। সমস্ত কাজ সমাপ্ত হওয়ার অপেক্ষায়। তাঁর দাবি, আগামী ৩১ অক্টোবর ওই কোভিড হাসপাতাল রোগীদের পরিষেবায় উন্মুক্ত করা হবে। এদিন তিনি জানান, জিবি হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যানিং সেন্টার নতুন করে তৈরি করা হবে। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, পূর্বতন সরকারের অবৈজ্ঞানিক কাজের খেসারত এখন রাজ্যবাসীকে দিতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, পরিকল্পিতভাবে অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি করা হলে ত্রিপুরাবাসী আজ সমস্যার মুখোমুখি হতেন না। তবে, সমস্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হচ্ছে, জোর গলায় বলেন তিনি।

বিমানবন্দর যাত্রীবাস পরিষেবা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগম পরিচালিত বিমানবন্দর যাত্রীবাস পরিষেবার উদ্বোধন হল বুধবার। এইদিন আগরতলা বিমান বন্দরে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বিমানবন্দর যাত্রীবাস পরিষেবার উদ্বোধন করেন পরিবহন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাক্তার দিলিপ দাস, এমবিবি বিমান বন্দরের অধিকর্তা রাজিব কাপুর, টিআরটিসি-র চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। এই যাত্রী বাস গুলি এম বিবি বিমান বন্দর ও নাগেরজলার মধ্যে চলাচল করবে। এতে করে বিমান যাত্রীদের সুবিধা হবে।

এইদিন বিমানবন্দর যাত্রীবাস পরিষেবার উদ্বোধন করে মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় বলেন পরিবহন দপ্তর একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিবহন ক্ষেত্রে একাধিক পরিবর্তন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাদ্য ও অর্থের সংস্থান নিশ্চিতের দাবিতে তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে ৯ দফা দাবিতে বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়।মিছিলটি আগরতলা মেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পুলিশ মিছিল আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে।পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির মিছিল শহরের বিভিন্ন অপরাধ পরিক্রমা করেছে।

মিছিল শেষে জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রতন দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। জামায়াতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুধন দাস বলেন কোভিড পরিস্থিতিতে রাজ্যের শ্রমিক সাধারণ মানুষ তফসিলি অংশের মানুষ সহ সকল অংশের মানুষের খাদ্য ও অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে বহু আগেই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সংগঠনকে এখনো পর্যন্ত কোনো সদুত্তর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তপশীল জাতি নেতা সুধন দাস। তিনি বলেন জনগণের স্বার্থেই তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। গণতান্ত্রিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সার্বজনীন এলাকা কব্জা করে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান-বিক্ষোভ দেখানো যাবে না ঃ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : বিক্ষোভ দেখানোর নাম করে অনির্দিষ্ট কাল ধরে সার্বজনীন এলাকা কব্জা করে রাখা যাবে না বলে বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি ইউ ইউ ললিত নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে সংবিধানে সংসদ ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিকতা এবং ন্যায় ও বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাস হয়েছে। এর পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটি অভিমতই রয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন।

দিল্লির শাহীনবাগ আন্দোলন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আদালত জানিয়েছে এই আন্দোলন কোন সমাধান সূত্র বের করতে পারেনি। করোনা মহামারী জেরে শাহীনবাগ অবস্থান-বিক্ষোভকে তুলে দেওয়া হয়েছে।বিক্ষোভ প্রদর্শনের নাম করে অনির্দিষ্টকাল ধরে কোন সার্বজনীন এলাকাকে কব্জা করে রাখা যাবে না। গণতন্ত্রের সঙ্গে ভিন্নমত চলতে থাকে। বর্তমানে আমরা ডিজিটাল যুগে অবস্থান করছি।সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় কিন্তু তার থেকে কোনো রকমের সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসে না।শাহীনবাগ আন্দোলনের জন্য নিত্যযাত্রীদের অনেক অসুবিধা মুখে পড়তে হয়েছে। প্রশাসনের উচিত ছিল আগেই এই আন্দোলনকে তুলে দেওয়া।নাগরিক জনজীবন ব্যাহত হলে আদালতের নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত প্রশাসনের।

উল্লেখ করা যেতে পারে এই মামলা নিয়ে আদালতকে আগে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছিলেন, শাহীনবাগ থেকে বিক্ষোভকারীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৭ ◘ ৮ অক্টোবর ২০২০ ইং ◘ ২১ আশ্বিন ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নির্বাচন

ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন সমাগত প্রায়। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে যথা সময়ে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন সংঘটিত করা সম্ভব হয় নাই। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন যথাসময়ে করা সম্ভব না হইলেও বিহারের নির্বাচন যথাসময়ে করিতে কোন অসুবিধা দেখিতে পাইতেছেনা নির্বাচন কমিশন ।বিহারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হয়তো ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন শীঘ্রই ঘোষণা হইবে ।কমিশন নির্বাচনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে সেই প্রত্যাশা নিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যেই পাহাড়ি এলাকায় নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করিয়া দিয়াছে। এতোকাল ত্রিপুরার পাহাড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে সিপিআইএম ।২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের আধিপত্য ভাঙ্গিয়া ত্রিপুরার মসনদে আসিন হইয়াছে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার। ইহার ফলে দীর্ঘদিনের মোহভঙ্গ হইয়াছে সিপিএমের। সেই ধাক্কা সামলাইয়া উঠা এত সহজ নয়। তবু পাহাড়ে রহিয়াছে তাহাদের সংগঠন, চলিয়াছে সাংগঠনিক কাজ কর্ম। তবে সিপিআইএমকে টেক্কা দেবার জন্য পুরোদস্তুর ময়দানে নামিয়াছে আইপিএলে দল। তবে তাহাদের সংঘাত সিপিএমের সঙ্গে নয়, সংঘাত হইবে জোট শরিক বিজেপির সঙ্গে। কেননা বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার গঠন হইবার পর হইতেই দুই শরিকের মধ্যে সংঘাত শুরু হইয়াছে। দুই শরীক এর মধ্যে সংঘাত চরম আকার ধারন করিয়াছে বিএসইসির চেয়ারম্যান নিযুক্তকে কেন্দ্র করিয়া ।সেই সংখ্যাকে কেন্দ্র কোরিয়ায় বিগত লোকসভা নির্বাচনেও আইপিএফটি এবং বিজেপি পৃথক পৃথকভাবে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দিতা করিয়াছে ।ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনেও সেই সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠিবে তাহার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রায় প্রতিদিন এই দুই শরীরের মধ্যে সংঘর্ষ, ভাঙচুর, দলীয় অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা অব্যাহত রহিয়াছে। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে আইপিএফটি দল যে আতাত গঠন করিবে না তা ইতিমধ্যেই আকারে-ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছে ।বুধবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সেই চিত্র আরো পরিস্কার করিয়া দিয়াছে আইপিএফটি দল ।সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া জানাইয় দিয়ে আছে তাহাদের ৫ সদস্য ক নেতৃবৃন্দ দিল্লি যাত্রা করিবেন। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লি গিয়াা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে কথা বলিবেন। নির্বাচন ঘোষণা হইবার আগেই আইপিএফটি নেতৃবৃন্দ যে কৌশল গ্রহণ করিয়াছে তাহা জোট ধর্ম পালনে কতখানি বাস্তবসম্মমত হইবে তাহাই বড় প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে। আইপিএফটি দলএখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কিছু না বললেও তাহারা যে এককভাবে জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইতেছে তাহা প্রকারান্তরে বুঝিবার কোন অসুবিধা হইতেছেনাা। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় যে তাদের মূল লক্ষ্য তা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। জেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হইয়া রাজ্য রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করিবার কৌশল গ্রহণ করিতেছে আইপিএফটি দল। অপরদিকে, বিজেপি পাল্টা কৌশল গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন জায়গায় সম্ভব ক্ষেত্রে আইপিএফটির লোকজন ভাঙ্গাইয়া নিজের দলে আনিয়া দলভারী করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিয়াছে বিজেপি। প্রকৃতপক্ষে শাসক জোট বিজেপি এবং আইপিএফটি মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক তৈরি হইয়াছে। পাহাড়ের রাজনীতিতে সেই দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিয়াছে সিপিআইএম এবং আইএনপিটি দল। দুইসরি দলের মধ্যে যখন সাপে-নেউলে সম্পর্ক ঠিক সেই সময়ে পাহাড়ে গুটিগুটি পায়ে সিপিআইএম এবং আইএনপিটি দল অগ্রসর হই বার চেষ্টা শুরু করিয়া দিয়াছে।

এই কথা অনস্বীকার্য যে, পাহাড়ের রাজনীতিতে হিংসা, মারামারি ইত্যাদি নতুন কোন বিষয় নয়। ইতিমধ্যেই পাহাড়ের রাজনীতিকে চাঙ্গা করিবার জন্য সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠিতে শুরু করিয়াছে। ইতিমধ্যেই মিজোরামে ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্ত থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হইয়াছে। এসব অস্ত্র শস্ত্র যে ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পাঠাইবার চেষ্টা হইতেছিল তাহার প্রমাণ ইতিমধ্যে মিলিয়াছে। এই ধরনের অস্ত্রের আস্ফালন ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকার রাজনীতিকে আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলিয়া দিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বিগত দিনগুলিতে ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যাইবে পাহাড়ের রাজনীতিতে হিংসাত্মক কার্যকলাপের বহু ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। বহু নিরীহ প্রাণ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর প্রান জরিয়া পড়িয়াছে। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া আবারো যেভাবে অস্ত্রের ঝংকার যেভাবে শোনা যাইতেছে তাহা অশনিসংকেত বটে। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করিতে হইলে পাহাড়ি এলাকায় অস্ত্রের ঝংকার প্রতিহত করিবার জন্য এখন হইতে প্রশাসনকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় রাজনৈতিক হিংসায় ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার মাটি আবারও রক্তাক্ত হইবে।

নিউটাউনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএমে চুরি

কলকাতা, ৭অক্টোবর (হি. স.) : ফের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম ভেঙে চুরি। ঘটনাটি ঘটেছে নিউ টাউনের নরেন্দ্রনগর মনিখোলা এলাকার ।ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে নারায়নপুর থানার পুলিশ। যদিও কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা নিয়ে পুলিশ কোনও মন্তব্য করেনি ।স্থানীয় সুত্রে খবর, নিউটাউনের নরেন্দ্র নগর মনিখোলা এলাকার এটিএমে এই ঘটনা ঘটিয়েছে দুস্কৃতিরা। ৬ অক্টোবর ভোর রাতে এটিএম ভেঙে লক্ষাধিক টাকা চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম ভাঙা হয়। এরপর সিসিটিভি ভেঙে অকেজো করে দিয়ে এটিএম এর ভিতরে ঢোকে দুস্কৃতিরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, এটিএমএর প্রায় সবকটা সিসিটিভি অকেজো। এদিন সকালে ঘটনাস্থলে আসে নারায়ণপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এসিপি রাজারহাট পরেশ রায়, ডিসি নিউটাউন বিশপ সরকার। ব্যাঙ্ক সূত্রে খবর, সকালবেলায় ব্যাংক খুলতে এসে কর্মচারী দেখে এটিএম কাউন্টার লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছে।

মেশিনটিও ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এরপরেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ।পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। নারানপুর থানার পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে শুরু করেছে। পুজোর আগে এটিএমে হানা দেওয়ার আতঙ্কিত রয়েছে এলাকার বাসিন্দারা।

স্কুল শিক্ষকদের বদলি এবার অনলাইনে

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি স): চলতি বছর করোনা অবহে কোণঠাসা দেশ থেকে রাজ্য। অজানা অদৃশ্য ভাইরাস আতঙ্কে কপালে চিন্তার ভাঁজ সকলের। তবে ,এরই মাঝে শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন সিদ্ধান্ত। এবার থেকে স্কুল শিক্ষকদের বদলি হবে অনলাইনে। বুধবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে।

জানা গেছে,স্কুল শিক্ষকদের এবার বদলি হবে অনলাইনে। বদলির জন্য আর এনওসি লাগবেনা। মিউচুয়াল বদলির ক্ষেত্রে হবেনা ইন্টারভিউ। আবেদনের নামে কোন টাকা নেওয়া যাবে না। এদিন থেকে চালু হচ্ছে মিউচুয়াল বদলি পোর্টাল। প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষকদের বদলি নিয়ে ঘোষণা সরকারের।

ইলিশ নিয়ে চেঁচানোই সার, ক'জনের পাতে পড়ছে পদ্মার রুপোলি ফসল?

নারায়ণ দাস

ইলিশ এল। পেঁয়াজ গেল। বাংলাদেশে পেঁয়াজের হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। এক কেজি পেঁয়াজের মূল্য ওপার বাংলায় নাকি ২০০ টাকায় উঠেছিল। ভারত থেকে পেঁয়াজের রফতানি অনিয়মিত অথবা বন্ধ থাকার কারণে সম্ভবত এই অতি আবশ্যকীয় দ্রব্যের আকাল হয়েছিল ওই বাংলায়। পেঁয়াজ সমস্যা কিছুটা হলেও মিটেছে, কিন্তু দাম সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। বাংলাদেশের পেঁয়াজ চাষ ভালো বলেও যা উৎপাদন হয় চাহিদা মেটে না।

আবার এবার বাংলায় ওপার বাংলার পদ্মার রূপে-গুণে-স্বাদে ভরা ইলিশের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন বাঙালি। অনেকদিন থেকে বাংলাদেশের ইলিশ পশ্চিমবাংলায় ঢোকেনি, কারণ বাংলাদেশ সরকারের ইলিশ রফতানির ওফর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। তার প্রধান কারণ কিছুটা রাজনীতি হলেও পুরোটা নয়। বাংলাদেশ সরকার ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি এভং সাইজ বড় হওয়ার জন্য আইন করে ইলিশ ধরা বছরে ছয়মাস বন্ধ রাখছে। তার ফলও মিলছে ভালো। তাছাড়া রাজনৈতিক কারণ হল, বাংলাদেশের প্রদান বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) তিস্তার জলবন্টন নিয়ে একটি মীমাংসায় না আসার জন্য হাসিনা সরকারকে তুলোধনা করেই চলেছে, তাকে বুঝিয়ে দেওয়া ভারতে ইলিশ রফতানি বন্ধ রাখা হয়েছে। তাই বিএনপির মুখে কুলুপ পড়েছিল যা হাসিনা সরকারের লাভ এবং স্বস্তি মিলেছিল সাময়িকভাবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, পদ্মার ইলিশ তো হল। শহরের বাজারেই তা শোভা পাচ্ছে বেশি। শহরতলি অর্থাৎ বৃহত্তর কলকাতার বাজারে তার দেখা মেলে না বললেই চলে। যে ইলিশ আসছে বেশিরভাগই বড় সাইজের। কারণ আহনে তার কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। সুতরাং জেলেদের জালে যে ইলিশ ধরা পড়ছে তা বড় সাইজের। এপার বাংলাতেও আসছে সেই বড় সাইজের ইলিশ।

বাজারে মাছ বিক্রেতাদের দোকানে সাইজে এবং চওড়ায় বড়, রূপে মুগ্ধ করা ইলিশ দেখলেই বুঝতে বাকি থাকে না, এ পদ্মার রূপালি শস্য। তার সৌন্দর্যও যেমন রান্নার পর স্বাদেগন্ধেও তেমন। অতুলনীয় দোকানে ইলিশ শোভা পাচ্ছে, দেখলেই মনে হয়, হাতে তুলে নিয়ে একটু দেখি। সেই রুপালি শস্য যখন এপার বাংলায় শেষ পর্যন্ত এল, তখন ইলিশপ্রেমীরা খুশি না হয়ে থাকতে পারেন?

কিন্তু ক'জন বাঙালির পাতে এই পদ্মার ইলিশ পড়ছে? তার যে আকাশছোঁয়া মূল্য, তা ফেলে কজন বাঙালির রান্নাঘরে সেই ইলিশ ঢুকছে? এক কেজি ওজনের ইলিশের মূল্য যদি ১৩০০ টাকা থেকে ১৪০০ টাকা বা তার বেশি হয় তাহলে ক'জন সেই মূল্যে এই মহার্ঘ জিনিসটি কিনতে পারবে? সরকারও বাংলাদেশের ইলিশ যাতে এপার বাংলায় পাওয়া যায় তার জন্য প্রয়াত বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজেরকাছে অনেকবার আবেদন রেখেছিলেন ও ব্যাপারে বাংলাদেশে সরকারের সঙ্গে কথা বলতে । সাধারণ মানুষের কথা, বাংলাদেশের ইলিশ যদি আসেই, তাহলে তার মূল্য এমন হওয়া উচিত, যা সাধারণের নাগলের মধ্যে থাকে। কয়েকজন বিত্তবান মানুষ সেই ইলিশ কিনবেন তার স্বাগ গন্ধ পেয়ে পুলকিত হবেন, আর বাকিদের বাজারে গিয়ে পদ্মার ইলিশের রূপ দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এটা কেমন কথা? তাই বাংলাদেশের ইলিস বাংলাদেশেই থাক, এ বাংলায় তার জন্য হা-হুতাশ এখন ও বাংলাদেশের বিরোধীদের রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে তিস্তার জলবন্টন এবং ইলিশকে কেন্দ্র করে। এক সময় বিএমপি নেত্রী তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশের তীব্র আন্দোলন হয়েছিল এই দু'টি বিষয়কে সামনে রেখে। সংবাদে জানা যায়, এখন যে বাংলাদেশের ইলিশ ভারত আসছে, তারও তীব্র বিরোধিতা করছে বিএনপি এবং জামাতরা, যদিও বিরোধীদের ধার এবার অনেকটাই কম। তবে তিস্তার জলের দাবি নিয়ে হাসিনার নরম মনোভাবের তীব্র সমালোচনার করেছেন খালেদা। অসুস্থতার কারণে সাময়িকভাবে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া খালেদা এখন পশ্চিমবঙ্গে যাবে না। তাই দীর্ঘদিন ইলিশ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। হাসিনা সরকার তিস্তার জলের দাবি কখনও ছাড়বে না, সে কথা বাংলাদেশ সরকার ভারতকে জানিয়ে দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চান বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হোক। কারণ দুই দেশের মধুর সম্পর্কের মধ্যে তিস্তা একটা কাঁটা হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের তিস্তার জলের দাবি যে ন্যায্য তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আজ হোক, কাল হোক, তিস্তার জলের একটি অংশ বাংলাদেশের জন্য ছাড়তেই হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি ছাড়া এই জটিল

পদ্মার ইলিশ, পদ্মার ইলিশ বলে তো চেঁচালাম, কিন্তু ক'জন তার স্বাদ পাচ্ছেন? এখানেও সেই বিত্তবানদের কথা উঠেছে। যাদের পকেট ভারী, ১৩০০ টাকায় এক কেজির একটি ইলিস কেনা তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ, অল্পবিত্তের মানুষ, অল্প আয়ের মানুষ, তারা কী শুধু বাজারে পদ্মার ইলিশ দেখেই রসনা তৃপ্তি করবেন। বাংলাদেশের ইলিশ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের পাতেই পড়ল আর বাকিরা দেখে শুনেই তৃপ্ত থাকবেন? সাধারণ মানুষের পাতেই যদি সেই ইলিশ না পড়ল , তাহলে বাংলাদেশের ইলিশ আমদানি করার জন্য সারা বছরভর কিছু সংখ্যক বাঙালি এই রব তোলেন কেন? অতীতে রাজ্য বন্ধ হোক। ভারতের বাংলাদেশের মধ্যে ইলিশ নিয়ে রাজনীতি তো কম হয়নি। ভালবেসে সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবেও ইলিশকে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটস্থিত বাসভবনে ২০ কেজি পদ্মার ইলিশ পাঠান সৌহার্দ্যের নিদর্শন হিসেবে। আর মুখ্যমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য পাঠাতেন শাড়ি এবং এপার বাংলার বিধ্যাত মিষ্টি। দু'জনের মধ্যেই রয়েছে একটি বিবিড় বন্ধন। এবার হয়ত শেখ হাসিনা করোনা মহামারির জন্য তাঁর দেশের পদ্মার ইলিশ মমতার জন্য পাঠাবেন না, সংক্রমণের ভয়ে। বাড়িতে। তিনি বলেছেন, বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তিস্তার জলের দাবি বাংলাদেশ ছেড়ে দিলে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে রক্তের বন্যা বইবে।

বাংলাদেশ সরকার তিস্তার জলবন্টন নিয়ে প্রতিনিয়ত ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। এর সঙ্গে ইলিশের বিষয়টিও জড়িয়ে আছে। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গবাসীর বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশের প্রতি একটি আকর্ষণ রয়েছে, সেই কারণে ওদেশের সরকার মাঝে মাঝেই ইলিশ রফতানি বন্ধ রেখে একটি রাজনৈতিক চাপের সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ সরকার তো একবার বলেওছিল, তিস্তার জলের একটি অংশ বাংলাদেশ শুখা মরশুমে না পেলে, পদ্মার ইলিশ ভারতে তথা ইস্যুটিরকোনো সমাধান আপাতত চোখে পড়ছে না। মুখ্যমন্ত্রীও চান না, পশ্চিবঙ্গের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে তিস্তার জল বাংলাদেশে গড়াক। কেন্দ্রীয় সরকারও মমতার সম্মতি বিনা, এ ব্যাপারে কোনো সমাধানসূত্র খুঁজে পাচ্ছে না।

তিস্তা ইস্যুটা যেভাবে ঝুলে রয়েছে ঝুলে থাকুক, কিন্তু এ বঙ্গের বাঙালিরা চান পদ্মার ইলিশ আসাতে যেন কোনো বাধা না পড়ে। গত-পাঁচ বছর হল গঙ্গায় ইলিশের দেখা নেই। অথচ একটা সময় ছিল যখন গঙ্গার ইলিশ বেশি স্বাদের , না পদ্মার ইলিশডতা নিয়ে শহরে অলিতে গলিতে বাঙাল এবং ঘটিদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক গেলেই থাকত। এখন গঙ্গার ইলিশও নেই, বিতর্ক উধাও। সময় পাল্টেছে, শহরের রকে বসে সেই আড্ডাটাও এখন আর চোখে পড়ে না। বহুতল বাড়ি তৈরি হওয়ার ফলে রকও এখন ভাঙা পড়েছে। আর পদ্মার ইলিশই হোক আর স্থানীয় ইলিশই হোক, শহরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুটি ফুটবল টিম---ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের ম্যাদন বাজারে যেমন হন্যে হয়ে ইলিশের খোঁজাখুঁজি চলবে, তেমনি চিংড়িরও। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদেরচাই ইলিশ আর মোহনবাগানের চিংড়ি। এই দুটি ঐতিহ্যবাহী দলের মধ্যে খেলা হলে, যাকে আজকাল বলা হয় ডার্বি ম্যাচ, পৃথিবীর যেখানেই যে বাঙালি আছেন, তারা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গলের যারা সমর্থক তাদের শিকড় পূর্ব বাংলায়, এখন বাংলাদেশ, আর মোহনবাগানের সমর্থক সমঝদার এ বঙ্গের অধিবাসীরা, অর্থাৎ ঘটিরা। ইলিশ হাতে নিয়েই অনেক ইস্টবেঙ্গল। সমর্থক মাঠে ঢোকেন, দল জিতলে ইলিশ নিয়ে নাচানাচি হয়।

তাই বাঙালি জাতিটা যতদিন বেঁচে থাকবে, ইলিশও থাকবে। ইলিশের কথা বাঙালিরা ভলতে পারবে না। এই মাছটির এত আদর এত কদর, কিন্তু ইলিশ মাছ কিন্তু টানা খাওয়া যায় নাপেটের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু রুই মাছ কিন্তু টানা খাওয়া যায়, পেটের কোনো গণ্ডগোল হয় না। তাহলে কী হবে, ইলিশ ইলিশই। ইলিশ দিয়ে নানা পদ তৈরি করা আর তার স্বাদ ভোলা যায় না। ইলিশের মাথা দিয়ে কচু শাক, যা একদা বাঙালি গৃহীনীরা বেশি বাল তৈরি করতে পারতেন, এখন ঘটিদের ঘরেও তা হয়। তার স্বাদ অতুলনীয়।

তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে প্রচলন ছিল, বর্ষা নামার শুরুতে যেদিন প্রথম ইলিশ মাছ কোনো বাড়িতে কিনে আনা হত, রান্না ঘরে তাকে নিয়ে আসার আগে ধান দূর্বা ও সিঁদুর তার মাথায় দিয়ে বরণ করা হত। শহরের বাজারে এখন পদ্মার ইলিশ শোভা পাচ্ছে দেখে যাঁরা কিনতে পারছেন কিনছেন, যাঁরা অতিরিক্ত মূল্যের জন্য কিনতে পারছেন না দূর থেকে দেখেই তৃপ্ত হচ্ছেন। তাই দাম যতই হোক স্বাদে গন্ধে রূপে অতুলনীয় পদ্মার ইলিশ ও বঙ্গে আসুক। তা যেন বন্ধ না হয়। সেই সঙ্গে আশা করব, গঙ্গার ইলিশেরও দেখা মিলুক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাঁকুড়ায় বিদ্যাসাগর

সুখেন্দু হীরা

বাংলা তথা ভারতের সমাজসংস্কারক হিসাবে দুই বাঙালি মনীষীর নাম সর্বাগ্রে আশে। প্রথম জন রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বিতীয়জন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনকে বলেছেন 'ভারত পথিক'। যথার্থই তিনি ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছিলেন। আর সেই পথেই অগ্রসর হয়ে বিদ্যাসাগর বাংলা তথা ভারতবর্ষকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোতে নিয়ে এসেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন যথার্থ মানুষ।'

এ বছর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি। দুশো বছর ধরে তিনি আমাদের সেরা সমাজ সংস্কারক ।নিজেকে নিঃস্ব করে প্রাণপাত করেছিলেন শিক্ষার বিস্তার, নারীশিক্ষার প্রসারও বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য। এর মধ্যে বিধবা বিবাহ ছিল বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বৈল্পবিক কাজ। যখন বিদ্যাসাগরের বয়স মাত্র ৩৪ বছর, তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর আন্দোলন। যার ফলশ্রুতি ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ। আর প্রথম বিধবা বিবাহ সেই বছরেরই ৭ ডিসেম্বর বিবাহ বাসর কলকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। ঠিকানা ১২ নং সুকিয়া স্ট্রিট। সেই বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগর ১০, ০০০ টাকা খরচ করেছিলেন। নিমন্ত্রিত ছিলেন সমাজের নানা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। ব্রিটিশ প্রশাসনকে পুলিশের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল ভিড় সামলাতে আর বিধবা বিবাহ বিরোধীরা ঝামেলা করতে পারে এই আশঙ্কায়। ৮০০ নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিদ্যাসাগরের বিশেষ বন্ধু। তিনি তাঁর বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলেন এই মহৎ কাজের জন্য। পত্র ছিল শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রকৃত পদবি ভট্টাচার্য। পিতা রামধন তর্কবাগীশ, নিবাস খাঁটুরা, চব্বিশ পরগনা। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। তারপর ওই কলেজেই সাহিত্য শ্রেণির অধ্যাপনা। ১৮৫৫ সালে মুর্শদাবাদে জজপণ্ডিত হিসাবে নিয়োগ। পাত্রী কালীমতি দেবী। বয়স মাত্র ১০ বছর।

কে এই কালীমতি দেবী। কালীমতি দেবী হলেন বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার অন্তর্গত পলাশডাঙা গ্রামের স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। তখন অবশ্য সোনামুখী থানা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। কালীমতি দেবীর মায়ের নাম লক্ষ্মীমণি দেবী। তিনি ছিলেন নদিয়া জেলার শান্তিপুরের আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। ব্রহ্মানন্দ তাঁর কন্যা কালীমতির বিবাহ দিয়েছিলেন নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকট বাহিরগাছি গ্রামের রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্যের পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। কালীমতির তখন বয়স ছিল চার বছর। ছয় বয়র বয়সে কালীমতি বিধবা হন। স্বামী মারা যাবার পরেও কালীমতি শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তাঁর জীবন দূর্বিসহ হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ গত হয়েছেন। মা লক্ষ্মীরানি শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের কষ্ট দেখতে না পেয়ে নিজের কাছে এনে রাখেন। একে তো লক্ষ্মীমণি নিজেই বিধবা, তার ওপর বালিকা বিধবা কন্যাকে নিয়ে কষ্টেই দিনাতিপাত করতে হত। পলাশডাঙায় লক্ষ্মীমণি দেবীর প্রতিবেশী ছিলেন দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। কর্মজীবনে দুগাদাসবাবু ছিলেন কলকাতার আইন ব্যবসায়ী। থাকতে কলকাতার বেলতলায়। সেই সূত্রে দূর্গাদাসবাবুকে এই বিধবা কন্যার হদিশ দেন। সেই যুগে কোনো ছেলে বিধবা বিবাহ করবে এমন যেমন ভাব যেত না, তেমনি কোনো পরিবার তাদেরবিধবা মেয়েকে আবার বিয়ে দেবে, তা ছিল তাদের চিন্তার অতীত। যাই হোক, বিদ্যাসাগ নিজে আসেন পলাশডাঙা গ্রামে। এসে চারদিন ছিলেন দূর্গাদাসবাবুদের বাড়িতে। এমনই দাবি করেন দূর্গাদাসবাবু বংশধরগণ লক্ষ্মীমণি দেবী রাজি হন তার বিধবা কন্যা কালীমতির দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে। এই সিদ্ধান্ত কম বৈল্পবিক ছিল না। সাধারণ এক পড়াশোনা না জানা মহিলা কোথা থেকে যে এত সাহস পেয়েছিলেন। সমাজপতিদের রক্তচক্ষু ও এতদিনের সংস্কারকে উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। হয়ত বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন হয়ে উঠতে যদি লক্ষ্মীমণি দেবী তাঁকে পলাশডাডা গ্রাম সোনানুখী ব্লকের ডিহিপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন। আজও গ্রামে গেলে দেখা মিলবে লক্ষ্মীমণি দেবীর ষষ্ঠ পুরুষ বিশ্বানাথ মুখার্জি, অসিত মুখার্জি, অনুপ মুখার্জি ও গৌতম মুখার্জির সঙ্গে। এই বংশের নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন কিশোর পাঠও 'বীরসিংহের সিংহশিশু'। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, এই অংশ লিখেছি সেই পলাশডাঙা গ্রাম ব্রহ্মানন্দ ভিটার কাছে বসে। গর্বে আমরা বুক ফুলে উঠছে---এই গ্রামেরই এক নারী কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেদিনের কোনো লেখকের কলমে লক্ষ্মীমণি দেবীর এই সাহসী পদক্ষেপের কথা সেভাবে ফুটে ওঠেনি। নয়নবাবু সম্পর্কে কালীমতি দেবীর ভাই অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র হবেন। লক্ষ্মীমণি ভিটেতে কেবলমাত্র ভগ্ন প্রাচীর এবং তার স ংলগ্ন দুটি প্রবেশদ্বার বর্তমান। সেগুলোও আগাছা ও আবর্জনায় ম্লান। তবে দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ের ভিটেবাড়ি এবং তার প্রতিষ্ঠাত দূর্গা দালান আজও আছে। ভিটে বাড়িটি বাসযোগ্য না হলেও দূর্গা দালানটি এখন মোটামুটি বালো আছে। প্রতি বছর নিষ্ঠা সহকারে দূর্গাপুজো হয়। গ্রামের মানুষের কাছে এই পুজো দালানবাড়ির পুজো হিসাবে খ্যাত। পারিবারিক পুজো হলেও গ্রামের মানুষ এই পুজোতে আনন্দে মেতে ওঠেন। পুজো প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন। আগামী পুজোর দিনগুলিতে ঘুরে আসতে পারনে পলাশডাঙা দালনবাড়ির পুজোতে। আর দেখে আসতে পারেন লক্ষ্মীমণির দেবীর স্মৃতিবিজড়িত বিটে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু যে পলাশডাঙা গ্রামে এসেছিলেন তাই নয়। বাঁকুড়া জেলার আরো দুটি স্থানে খোঁজ পাওয়া যায় যেকানে তিনি এসেছিলেন। একটি জয়পুর থানার টানদীঘি হাইস্কুলে এবং অপরটি জয়পুর থানার অধীন কুচিয়াকোল রাজবাড়িতে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালে দক্ষিণ বাংলা বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা দফতরে সহকারী পরিদর্শক হিসাবে নিয়োজিত হন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার পরিবহনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিং রায় আগরতলা টু এয়ারপোর্ট রোডে বাস সার্ভিসের সূচনা করেন। ছবি- নিজস্ব।

১১৫ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল জনতা দল ইউনাইটেড

পাটনা, ৭ অক্টোবর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে রাজ্যের শাসক দল জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) ১১৫ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে।উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো গতবারের ১১ জন নির্বাচিত বিধায়কের নাম এই তালিকায় নেই।যে ১১ জন বিধায়ককে প্রার্থী করা হয়নি তারা হলেন কপিল দেব কামাথ, গুলজার দেবী, সুনীল কুমার চৌধুরী, রমেশ সিং কুশওয়াহা, রাজকিশোর সিং, রামানন্দ প্রসাদ সিং, জনার্দন মাঝি, রবি যদি কুমার, দাদন পাহেলওয়ান, ধুমল সিং। যদিও এদের মধ্যে কয়েকজনের আত্মীয়কে টিকিট দিয়েছে জেডিইউ।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাম চন্দ্র প্রসাদ সিংয়ের ছেলে সঞ্জীব কুমার, কপিল দেব কামাথের পুত্রবধূ মিনা কামাথ, ধুমল সিংএর স্ত্রী সীতাদেবী। অতিসম্প্রতি অন্যান্য দল থেকে যে সকল নেতা জেডিইউ-তে যোগ দিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে দলের তরফ থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। আরজেডি থেকে জেডিইউ-তে আসা নেতা জয় বর্ধন যাদব, অশোক কুমার, মহেশ্বর প্রসাদ যাদব, ফরাজ ফাতমি, বীরেন্দ্র কুমার সিংকে নির্বাচনে প্রার্থী করেছে জেডিইউ। কংগ্রেস থেকে আসা পূর্ণিমা জাতীয় প্রার্থী করেছে নীতীশ কুমার। উল্লেখ করা যেতে পারে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ১২২ আসলে লড়ছে নীতীশ কুমারের জেডিইউ।বিজেপি লড়ছে ১২১ টি আসনে।নিজের হাতে থাকা ১২২ টি আসনের মধ্যে জিতেন রাম মাঝির দল হাম - কে সাতটি আসন ছেড়েছে জেডিইউ। অন্যদিকে বিজেপিও নিজেদের হাতে থাকা ১২১ আসনের মধ্যে ১১ টি ছেড়ে দিয়েছে বিকাশ শীল ইনসান পার্টিকে।উল্লেখ করা যেতে পারে তিনটি পর্যায় বিহার বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে. ২৮ অক্টোবর হবে প্রথম দফায় ভোট।৩ এবং ৭ নভেম্বর হবে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফায় ভোটগ্রহণ।ফলাফল ঘোষণার ১০ নভেম্বর।

মেঘালয়ে বাঙালিদের উপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে শিলচরে বিক্ষোভ 'আমরা বাঙ্গালী'র, অসম-মেঘালয় সীমান্তে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি

শিলচর (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : মেঘালয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বুধবার কাছাড় জেলা সদর শিলচরে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে 'আমরা বাঙ্গালী'। আজ বেলা সাড়ে বারোটা থেকে সংগঠিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে 'দুনিয়ার বাঙালিদের এক হওয়ার' ডাক দিয়ে 'আমরা বাঙ্গালী'র কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তারা মেঘালয়ে বাঙালিদের উপর নির্যাতনকারীদের শাস্তি এবং অবিলম্বে নির্যাতন বন্ধের জোরালো দাবির পাশাপাশি অন্যথায় অসম-মেঘালয় সীমান্তে এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দিয়েছে 'আমরা বাঙ্গালী'।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে 'আমরা বাঙ্গালী'র অসম প্রদেশ কমিটির সচিব সাধন পুরকায়স্থ বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, মেঘালয়ে ইস্ট খাসি হিলস জেলার সোহরা সাব-ডিভিশনের শেল্লা থানার অধীন ইছামতি, ভোলাগঞ্জ, কালিবাড়ি, কালাটেক প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর অমানবিক অত্যাচার সংগঠিত হচ্ছে। এর ফলে অসংখ্য বাঙালির ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরবন্দি অবস্থায় কার্যত অর্থনৈতিক অবরোধের সম্মুখিন হয়ে পড়ায় বাঙালি শিশু মহিলারা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। অথচ কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার রয়েছে। পাশাপাশি মেঘালয়েও বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতাসীন। বিজেপির নীতি ও আদর্শের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিন্দু জনগণের সুরক্ষা ও সার্বিক বিকাশের প্রচার করা হলেও মেঘালয়ের বাস্তব চিত্র বিপরীত কথা বলছে।

সাধন পুরকায়স্থ বলেন, ইদানীংকালে মেঘালয়ে বিভিন্নভাবে বাঙালিদের উপর ব্যাপকহারে শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচার চলছে। অথচ বিজেপি সরকার রহস্যজনকভাবে নীরব ভূমিকা পালন করছে। তাই এই স্পর্শকাতর ইস্যুতে কেন্দ্র এবং মেঘালয় সরকারের উদাসীনতায় 'আমরা বাঙ্গালী'র অসম প্রদেশ কমিটির সচিব সাধন পুরকায়স্থ উদ্বেগ ব্যক্ত করে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি শীঘ্র বাঙালি জনগণের উপর নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানান। পাশাপাশি উভয় সরকারের এ বিষয়ে স্থিতি পরিষ্কার করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, বাঙালি জনগণ অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন, অনেক প্রতিবাদও করেছেন। এবার প্রতিরোধের পালা। ভারত ভূখণ্ডে অবস্থিত মেঘালয় রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচার 'আমরা বাঙ্গালী' সহ্য করবে না। অবিলম্বে মেঘালয়ে যদি বাঙালি-নির্যাতন বন্ধ না হয়, তা হলে অগ্নিযুগের আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন নির্যাতিত বাঙালি জনগণ। মেঘালয়ে অসংখ্য বাঙালি শিশু মহিলা না খেয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে চাল ডাল ইত্যাদি নানা জাতীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ভারত সরকারের শিশু সুরক্ষা কমিশন থেকে ৭ অক্টোবরের মধ্যে মেঘালয় সরকারের কাছে বাঙালি নির্যাতনের প্রেক্ষিতে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে বলে জানান তিনি।

এদিকে এই অমানবিক নির্যাতন বন্ধ না হলে পাহাড়-সমতলের জনগণের মধ্যে অপ্রত্যাশিত সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটার পরিস্থিতি দেখা দেবে এবং এই পরিস্থিতির জন্য সরকার দায়ী থাকবে বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন সাধন পুরকায়স্থ। শীঘ্র অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিগরখাল ও মালিডহরে বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানান তিনি।

আজকের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য পেশ করেছেন 'আমরা বাঙ্গালী'র কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেত্রী অনিতা চন্দ, অমল দাস, আজমল হুসেন চৌধুরী, পান্না রায়, দেবাশিস রায়চৌধুরী, বাঙালি ছাত্রযুব সমাজের আহ্বায়ক পার্থপ্রতীম দেব, নিত্যানন্দ দাস, অর্চনা ধর, সমর পাল, মণিপুরের জিরিবাম থেকে আগত আহমদ আলি, বাপ্পা রায় প্রমুখ।

আক্রান্ত নতুন রেকর্ড রাজ্যে কমল দৈনিক সুস্থতার হার

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর আগে রাজ্য প্রশাসনের চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা সংক্রমনের সংখ্যা। চলতি সপ্তাহে পরপর তিন-চারদিন রেকর্ডসংখ্যক আক্রান্ত হল রাজ্যে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মঙ্গলবার তুলনায় বুধবার কমেছে সুস্থতার হারও।

গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করনা সংক্রমিত হয়েছেন ৩৪৫৫জন। মঙ্গলবার এই সংখ্যা ছিল ৩৩৭০ জন। তবে গতকালের থেকে মৃত্যু বুধবার কিছুটা কমেছে। এদিন মৃত্যু হয়েছে ৫৮ জনের। এদিকে মোট পরীক্ষিত নমুনার ৭.৯৬ শতাংশ মানুষের এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

নতুন করে সংক্রমণের হার বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রশাসনের চিন্তা বাড়াচ্ছে। সংক্রমণ বাড়ার তুলনায় দৈনিক সুস্থতার সংখ্যাও কমেছে। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩০২৪জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৭.৯৭শতাংশ। রাজ্যে সুস্থতার হার যে মন্থর তা বলাই বাহুল্য।তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৮হাজার ৩৬১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৮০হাজার ৫০৪জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৪৬হাজার ৭৬৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৩৭৬জনের। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে ৭৫৮ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১হাজার ৩৬৬টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৩৫জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫৩হাজার ৪০১জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১৮জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৮১৭জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬১৪৮জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭২৮জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬১৫ জন। এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২ হাজার ৬৫১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৫ লাখ ২৩ হাজার ১৬১টি। এখন রাজ্যে ৮৮টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মাথাভাঙ্গায় লোকালয়ে বাইসনের তাণ্ডব, আহত দু'জন

ঘোকসাডাঙ্গা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : : লোকালয়ে বাইসনের তাণ্ডব। আহত হলেন নরেন বর্মন (৬২) ও অমল বসুনিয়া (২৫) নামে দু'জন। তাঁরা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বুধবার সকালে মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের মায়নাতলি এলাকার লোকালয়ে ঢুকে পড়ে একটি পূর্ণবয়স্ক বাইসন। প্রায় তিন ঘন্টা চেষ্টার পর বন দপ্তরের কর্মীরা বাইসন টিকে ট্রানকুলাইজ করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাইসনের আঘাতে আহত হন দু'জন। আহতদের মধ্যে নরেন বর্মন বর্তমানে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত অমল বসুনিয়া ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত দু'জনকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

পার্কিংয়ের সমস্যা মেটাতে কলকাতা পুলিশের 'বন্ধু' অ্যাপের সাহায্য নিতে চাইছে পুর কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.): কলকাতা পুরসভার পার্কিংয়ের সমস্যা বহুদিনের। পার্কিং থেকে অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া হয় বলেও প্রায়শই অভিযোগ আসে পুর দফতরে। এবার সেইসব সমস্যা মেটাতে কলকাতা পুলিশের বন্ধু অ্যাপের সাহায্য নিতে চাইছে পুর কর্তৃপক্ষ। যদিও এই অ্যাপের সাহায্যে আগেও নিয়েছিল পুরসভা। তবে তখন সেই কর্মসূচি ফলপ্রসূ হয়নি।

সম্প্রতি কলকাতা পুরসভা পারকিং বিভাগের আধিকারিক ও কলকাতা পুলিশের উপস্থিতিতে পার্কিং সংক্রান্ত এক বৈঠক হয়। সেখানেই কলকাতা পুরসভা কলকাতা পুলিশের বন্ধু অ্যাপের সাহায্যে নেবে বলে জানায়। গুগল প্লে স্টোর থেকে থেকে এই অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে। এছাড়াও পুরসভার পার্কিং রড সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য থাকবে ওই অ্যাপের মধ্যে। পুরসভার কোন জায়গায় কতক্ষণের জন্য পার্কিং করতে ঠিক কত টাকা লাগবে সমস্ত তথ্যই পাওয়া যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য পারকিং বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবাশীষ কুমার জানান, 'বেআইনি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কখন কোথায় কোন গাড়ি ঢুকছে বেরোচ্ছে এবং সময় অনুযায়ী কত টাকা পার্কিং ফি হচ্ছে তার সবকিছুই এই অ্যাপের মাধ্যমে দেখা যাবে। এর ফলে অতিরিক্ত টাকা চাওয়ার অভিযোগ এড়ানো যাবে'।

কলকাতা পুলিশের এই বন্ধু অ্যাপের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারবে কলকাতা পুরসভার পার্কিং বিভাগও। পুরসভার সদরদপ্তরে বসে আধিকারিকরা এই অ্যাপের মাধ্যমে তদারকি করতে পারবে। প্রসঙ্গত এই অ্যাপ এর আগেও চালু করা হয়েছিল। তবে বিভিন্ন পার্কিং লটের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সিগুলোর গাফিলতির কারণে ঠিকঠাকভাবে এ প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হয়নি।

পুরসভা সূত্রে খবর, বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সিগুলোকে ইন্টারনেট পরিষেবা যুক্ত এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে কোন গাড়ি কখন বেরোচ্ছে কখন ঢুকবে এবার কোন জায়গা কখন ফাঁকা হচ্ছে তার আপডেট ওই অ্যাপেই দিতে থাকবেন এজেন্সির প্রতিনিধিরা।

চারটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.): কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক চারটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এর স্কুল ভবনের এবং অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরে আইআইআইটি শ্রীসিটিতে জ্ঞান সার্কেল ভেঞ্চার টেকনোলজি বিজনেস ইনকিউবেটরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধন করবেন তিনি।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী সঞ্জয় দত্ত ধোত্রে, উচ্চ শিক্ষা সচিব অমিত খরে, কেন্দ্রীয় বিদ্র যে চারটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের স্কুল ভবনের উদ্বোধন হবে তা সেগুলি হল নয়াগড় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (ওডিশা), মহুলদিহা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (ওডিশা), হনুমানগড় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (হরিয়ানা), ফরীদাবাদ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (হরিয়ানা)। জানা গিয়েছে এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি এতদিন পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে চলছিল। এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির জন্য পাকাপাকিভাবে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।চারটি কেন্দ্র বিদ্যালয় এর জন্য ভবন নির্মাণে খরচ হয়েছে ৬৮. ৬০ কোটি টাকা। এটা করে উপকৃত হবে চার হাজার পড়ুয়া।

বিজেপি-র মেডিক্যাল সেলের স্বাস্থ্যভবন অভিযান

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা চিকিৎসার অব্যবস্থা, চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্ত ও মিথ্যে মামলা প্রভৃতির প্রতিবাদে বুধবার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বিজেপি ডক্টর্স সেলের সদস্য-সমর্থকেরা স্বাস্থ্যভবন অভিযান করেন। কর্তৃপক্ষকে তাঁরা একটি স্মারকলিপিও দেন।

এদিন বিভিন্ন পোস্টার হাতে শ্লোগান দিতে দিতে চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যভবনে যান। তাঁদের নেতা সাংসদ সুভাষ সরকার জানান, "বিভিন্ন হাসপাতালে রোগী ভর্তি এবং ছেড়ে দেওয়া তৎক্ষণাৎ ওয়েবসাইটে নথিভুক্ত হওয়ার কথা। তা হচ্ছে না। কত শয্যাআছে, কত অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে, সেন্ট্রাল লাইন অক্সিজেন একসঙ্গে কত জনকে দেওয়া যায় এ সবের হিসেব নই। রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া শুরুর কিছুক্ষণ বাদেই হয়ত সিলিন্ডার ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কেবল জেলায় নয়, কলকাতার হাসপাতালেও এরকম হচ্ছে।'

বোকাজানে চোরের উপদ্রব, একই বাড়ি থেকে চুরি তিনটি দামি বাইক

বোকাজান (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙের বোকাজানে চোরের উপদ্রব বেজায় বাড়ছে। তালা ভেঙে একই বাড়ি থেকে তিনটি দামি মটর বাইক চুরি করার ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার ভোররাতে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেচে, জনৈক রতন দাসের বাড়িতে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। তাঁর বাড়িতে একটি পোষ্য কুকুর ছিল। কুকুরটিকে নেশা জাতীয় দ্রব্য খাইয়ে অচেতন করে যাবতীয় কাণ্ড কারখানা সংগঠিত করেছে চোরের দল। চুরি যাওয়া বাইকগুলোর নম্বর যথাক্রমে হিরো এক্সট্রিম এএস ০৯ এফ ৮৭৬৩, কেটিএম ডিউক ২০০ এএস ০৯ এফ ৮১৩৫ এবং টিভিএস অ্যাপাসে এএস ০৯ জি ২৮৫৪।

বোকাজান শহরের বুকে সংঘটিত বাইক চুরির ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। কিছুদিন আগেও বোকাখাতের শুখানজান এলাকায় দুটি বাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ চোরের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ বলে অভিযোগ তুলেছেন ক্ষুব্ধ জনতা।

অরুণাচল প্রদেশের হড়কা বানে ধেমাজির গাই নদীর কুয়েরিতে নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

শিলাপথার (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : উজান অসমের ধেমাজি জেলার অন্তর্গত লিকাবালি অঞ্চলে গাই নদীর কুয়েরিতে কর্মরত অবস্থায় অরুণাচল প্রদেশ থেকে নেমে আসা হড়কা বানের স্রোতে ১২টি ডাম্পার, তিনটি জেসিবির সঙ্গে তিন শ্রমিক ভেসে গিয়েছিলেন। গত ৫ অক্টোবর অর্থাৎ সোমবার ঘটনাটি সংঘটিত হযেছিল। তাদের মধ্যে শিলাপাথার এলাকায় ইমানুয়ে মুশাহারি নামের জেসিবি চালককে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিন। আজ বুধবার ঘটনাস্থল থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে সঞ্জীব মুশাহারি নামের নিখোঁজ শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

গত দুদিন ধরে এসডিআরএফ তালাশি অভিযান অব্যাহত রাখলেও এখন পর্যন্ত তৃতীয় নিখোঁজ সঞ্জয় দাসের কোনও হদিশ মেলেনি। ভেবেলি গ্রামের এক বাসিন্দা কাঠখড় কুড়োতে গিয়ে পা দিয়ে মাটি সরাচ্ছিলেন। তখনই মৃতদেহটি তার চোখে পড়ে। মৃত সঞ্জীব মুশাহারির ঘর গহপুরের দাগতলায় বলে জানা গেছে। তৃতীয় শ্রমিকের খোঁজে তালাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আত্মঘাতী নাগাল্যান্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.): হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন ডিজিপি ও সিবিআই এর প্রাক্তন অধিকর্তা তথা নাগাল্যান্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল অশ্বিনীকুমার আত্মঘাতী হয়েছেন। কি কারণে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন তা এখনো জানা যায়নি। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান প্রাক্তন রাজ্যপাল আত্মঘাতী হয়েছেন।মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯। ঘটনার খবর জানা মাত্রই এসে উপস্থিত হয় পুলিশ এবং আইজিএমসি চিকিৎসকরা।

কলকাতার মেট্রো রেল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশান্বিত

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : দ্রুততার সঙ্গে কলকাতা মেট্রো প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার রাতে তিনি টুইটে লেখেন, আজকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত আমার কলকাতাবাসী ভাই বোনেদের 'ইজ অব লিভিং' (জীবন যাপনের সুবিধা) আরও বাড়াবে। স্থানীয় পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে, ব্যবসা ও পর্যটনেও সাহায্য করবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর সংশোধিত পরিকল্পনায় সায় দিয়েছে। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এটি অনুমোদিত হয়। ১৬.৬ কিলোমিটার পথে হবে ১২টি স্টেশন। এর মধ্যে ১০.৮৩ কিলোমিটার অংশ থাকবে ভূগর্ভে। ওপরে ৫.৭৭ কিলোমিটার। কেন্দ্র ২০১৬-১৭ সালের বাজেটের ৫০০ কোটি থেকে ২০১৭-'১৮ সালের বাজেটে ইস্ট-ওয়েস্ট প্রকল্পে বরাদ্দ প্রায় চারগুণ বাড়ে ওই বরাদ্দ হয় ১,৯৩৭ কোটি টাকা। এবার প্রকল্পের সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ৮,৫৭৫ কোটি টাকা।

২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প শিলান্যাস হয়েছিল। হরেক বাধায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়েছে প্রকল্পের কাজ। কিন্তু এবার বকেয়া কাজের গতি বাড়িয়ে দ্রুত প্রকল্পটি শেষ করার ওপর গুরুত্ব দিল কেন্দ্র।

২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকল্পের নির্মাণ শুরু হলেও নানা বাধার ফলে সুড়ঙ্গ নির্মাণ শুরু হয় ২০১২ খ্রিস্টাব্দে সুভাষ সরোবরের কাছে। এটি ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো টানেল বা সুড়ঙ্গের পূর্ব প্রান্ত। কিন্তু পশ্চিম প্রান্ত অর্থাৎ হাওড়ায় সুড়ঙ্গ নির্মাণ পুরোদমে শুরু হয় আরো চার বছর পর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। বর্তমানে ফুলবাগান থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ নির্মাণ শেষ হয়েছে। এই ২.৫ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ পথে মেট্রো চলার কথা ছিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। হাওড়ার অংশে হাওড়া ময়দান থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের শেষে সুড়ঙ্গের মুখ গঙ্গার নিচে যায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়ামের মধ্যে চালু হয় ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। তার পরে গত জুন মাসে লকডাউনের মধ্যেই ফুলবাগান পর্যন্ত পরিষেবা সম্প্রসারণের অনুমতি দেন রেলওয়ে সেফটি কমিশনার। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে দেশ জুড়ে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ থাকায় ওই অংশেও পরিষেবা চালু করা যায়নি। এই অংশের পরিষেবা চালু হয়েছে সোমবার।

বুধবার বিজেপি-র তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি-সহ বিভিন্ন তথ্য জানানো হয়। এতে উল্লেখ হয়েছে উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া ও কলকাতায় বিস্তৃত এই প্রকল্পটি হলে দৈনিক চার লক্ষ যাত্রী উপকৃত হবে। এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য নদীর নিচ দিয়ে যাবে মেট্রো। হাওড়ায় হবে অন্যতম গভীর মেট্রো স্টেশন। অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আছে কর্মসংস্থান ৬০০ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত

শিলচর (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। সংগঠনের কাজের সুবিধায় ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, দক্ষিণ অসম তথা বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ এবং ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা প্রকাশ করেছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রান্ত সভাপতি তথা আইনজীবী শান্তনু নায়েক।

এক প্রেস বিবৃতিতে নবগঠিত কমিটির বিভিন্ন পদাধিকারীদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি করা হয়েছে আইনজীবী শান্তনু নায়েককে। এবাবে কার্যনির্বাহী সভাপতি শিলচরের সৌমিত্র বিশ্বাস, তিন উপ-সভাপতি যথাক্রমে করিমগঞ্জের বিষ্ণুপদ রায়, ত্রিপুরার উদয় জমাতিয়া এবং শিলচরের সুমিতা চৌধুরী।

সম্পাদক শিলচরের স্বপন শুক্লবৈদ্য, সাংগঠনিক সম্পাদক শিলচরের পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল, দুই যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীভূমি (করিমগঞ্জ)-র বিজিৎ দাস (বুদ্ধ) ও ত্রিপুরার শংকর রায়, কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন শিলচরের দেবব্রত পাল (অমল)।

এছাড়া কমিটিতে আরও তেরোজন কার্যনির্বাহী সদস্য রয়েছেন। এঁরা শিলচরের ড় আশিস ভট্টাচার্য, শংকর মিত্র, মণিপুরের লাংদাইনি রংমাই, ত্রিপুরার শিউলি চক্রবর্তী, দীপক ভট্টাচার্য, হাইলাকান্দির দিগেন্দ্রলাল দে, শিলচরের আইনজীবী অরিজিৎ দেব, রাজীব সিনহা, মিজোরামের উদয় কুমার, অজয় শাহী, হাইলাকান্দির অসামান্য ভট্টাচার্য, উজান তারাপুরের কামদাই রংমাই ও শিলচরের খাইনিঙলুং কাবুই। তবে আগামী তিন মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটি বর্ধিত করা হবে বলে প্রেস বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া বিশ্বহিন্দু পরিষদের আওতাধীন ১১টি আয়ানের (শাখা সংগঠন) দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। এতে বজরং দলের প্রান্ত সংযোজক হয়েছেন হাইলাকান্দির বিষ্ণু ভট্টাচার্য, মিলন কেন্দ্র প্রমুখ প্রীতম দাস, গো রক্ষা সংযোজক শ্রীভূমির সমর ঘোষ, সেবা প্রমুখ ত্রিপুরার নির্মাল্য বিশ্বাস, প্রচার প্রমুখ শ্রীভূমির মনজিৎ চক্রবর্তী, সৎসংঘ প্রমুখ শিলচরের দিলীপ দেব, সামাজিক সোমরস প্রমুখ শিলচরের আইনজীবী সুভাষ নাথ, মাতৃশক্তি সংযোজক শিলচরের চন্দ্রা দাস, দুর্গাবাহিনীর সংযোজিকা শিলচরের পাপিয়া ভট্টাচার্য এবং ধর্ম প্রচার প্রমুখ শিলচরের গোপীব্রত গোস্বামী মনোনীত হয়েছেন।

বিশ্বকে আপন করার আগে ভারতকে আপন করতে হবে : মোহন ভাগবত

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.): বিশ্বকে আপন করার আগে ভারতকে আপন করে নিতে হবে। বুধবার এই কথাই জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক ডা: মোহন ভাগবত। জীবনযাপনে ভারতীয়ত্ববোধ প্রতিবিম্বিত হওয়া দরকার।বিশ্বগুরু হয়ে ওঠার অর্থ এই নয় যে সে শক্তি প্রদর্শন করবে।বিশ্বগুরু হওয়ার পেছনে মানুষের হৃদয় জিতে নেওয়াটাই ভারতের মূল লক্ষ্য।সেই লক্ষ্যে প্রত্যেক ভারতীয়কে আত্মিক অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে কাজ করে যেতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং চিন্তাবিদ মামাজি মানিকচন্দ বাজপেয়ীর শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোহন ভাগবত জানিয়েছেন, নাগরিক জীবনের জন্য অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে নিজেকে সমর্পিত করে গিয়েছিলেন মামাজি। এদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলাকেন্দ্র। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোহন ভাগবত আরও জানিয়েছেন, যশ এবং জীবনের সার্থকতা দুটি পৃথক ধারণা।জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে। মামাজি নিজের জীবনকে সার্থক করে তুলেছিলেন।তার জন্যই সংঘ এখনো চলছে। রাজমাতা এবং নরসিংহ রাও যোশী তার বিরুদ্ধে নির্বাচন লড়লেও অবশেষে মামা জির পক্ষে এসে গিয়েছিলেন। সাংবাদিক হিসেবেও মামাজি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করা প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার ব্র্যান্ড ছিলেন মামাজি।তিনি একটি পরম্পরা রেখে গিয়েছেন তার সম্মান করা আমাদের প্রত্যেকের উচিত।

বন্যপ্রাণী সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ৩৭ জন বনকর্মীকে বিশেষ স্বীকৃতি মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : বন্যপ্রাণী সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ৩৭ জন বনকর্মীকে বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করেছে অসম সরকারের বন দফতর। রাজ্যে অনুষ্ঠিত ৬৬ তম বন্যপ্রাণী সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অন্য বছরের মতো এ বছরও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করার জন্য রাজ্যের ৭৮ জন বন আধিকারিক, বনকর্মী, পুলিশ আধিকারিক, অন্যান্য সংগঠনের কর্মী এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

বুধবার গুয়াহাটির শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বন্যপ্রাণী সপ্তাহের সমাপ্তি কার্যসূচির কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে এই সকল ব্যক্তিদের পুরস্কার সামগ্রী প্রদান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শাহরুখ আর রণবীর দুজনকেই চান ফাতিমা

আমির খানের ‘দঙ্গল’ ছবির মাধ্যমে সকলের হৃদয়ে জায়গা করে নেন ফতিমা সানা শেখ। রাতারাতি বলিউডে তাঁর পরিচিতি হয় ‘দঙ্গলকন্যা’ হিসেবে। আমিরকে তিনি তাঁর ‘মেন্টর’ হিসেবে ভাবেন। আমির নিজের ম্যানেজার বদলে ফাতিমাকে সেই পদেও বসিয়েছিলেন। কিন্তু মিডিয়ায় রটে গেল, ফাতিমাকে হৃদয় দিয়ে বসেছেন আমির। আর তারপর আমিরের বর্তমান স্ত্রী কিরণ রাও ফাতিমাকে ম্যানেজারের পদ থেকে সরিয়ে দেন। তবে এখনো সিনেমাসংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে আমিরের পরামর্শ নেন সানা। তবে সানার হৃদয়জুড়ে নাকি অন্য দুই বলিউড তারকা। আর সেই দুই তারকার সঙ্গে গৃহবন্দী হতে চান তিনি। আর এসব কথা নিজেই বলেছেন সানা।

বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান যে তাঁর ক্রাশএ কথা আগেও স্বীকার করেছেন সানা। খুব ছোট থেকেই কিং খানকে হৃদয় দিয়ে বসেছেন তিনি। এমনকি শাহরুখ খান বিবাহিত শুনে ভেঙে পড়েছিলেন ‘দঙ্গলকন্যা’। এক অনুষ্ঠানে সানা অকপটে জানান, যে বলিউডের দুই তারকার সঙ্গে তিনি কোয়ারেন্টিনে যেতে চান, এই দুই তারকার মধ্যে একজন যে শাহরুখ খান, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর অপর তারকা হলেন রণবীর সিং।লকডাউনে কার সঙ্গে কোয়ারেন্টিনে যেতে চান, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্ট বলেন, ‘আমি শাহরুখ খান আর রণবীর সিংয়ের সঙ্গে কোয়ারেন্টিনে যেতে চাইব।’ রণবীরের প্রসঙ্গে সানা বলেন, ‘রণবীর অত্যন্ত প্রতিভাবান মানুষ। আমি রণবীরকে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে চাই। উনি কীভাবে কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন, সারা দিনে কী কী করেন, কীভাবে জীবন যাপন করেন, এগুলো। আর রণবীর এত প্রাণশক্তি কোথা থেকে পান, তাঁর উৎস খুঁজে বের করতে চাই।’এই অনুষ্ঠানে সানা নিজের মজাদার ঘরোয়া নামগুলোও ফাঁস করেছেন। এই বলিউডকন্যা বলেন, ‘আমার নাম ফতিমা বলে অনেকে আমাকে “ফ্যাটি” বলে ডাকে। আমি যখন খুব রোগাপাতলা ছিলাম, আমার কিছু বন্ধু আমাকে “ছিপকলি” (টিকটিকি) বলে ডাকত।’ অনুরাগ বসুর আগামী ছবি ‘লুডো’তে দেখা যাবে সানাকে। এই ডার্ক কমেডি ছবিতে সানা ছাড়াও পঙ্কজ ত্রিপাঠী, অভিষেক বচ্চন, রাজকুমার রাও, সানিয়া মালহোত্রা, আদিত্য রায় কাপুর আছেন। ‘লুডো’ গত ২৪ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার জন্য তা সম্ভব হয়নি। শিগগিরই নেটফ্লিক্সে ছবিটি মুক্তি পাবে।

করোনাক্রান্ত ‘বাহুবলী’র তামান্না কেন ছাড়লেন হাসপাতাল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ‘বাহুবলী’-খ্যাত অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। বিনোদন দুনিয়ায় এ খবর পুরোনো। নতুন খবর হচ্ছে, সংকট কেটে যাওয়ায় হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন তিনি। বাড়ি ফিরেছেন তিনি। তামান্না বাড়ি ফিরে ভক্তদের কাছে জানিয়েছেন নিজের স্বাস্থ্যের কথা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন তিনি। তবে করোনাভাইরাস থেকে এখনো পুরোপুরি মুক্তি পাননি তিনি। আপাতত বাড়িতে আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি। অবস্থা স্থিতিশীল থাকলে বাড়িতেই চিকিৎসা চলবে। গত সপ্তাহেই তাঁর কোভিড—১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। লকডাউনের কারণে দীর্ঘ বিরতির পর অবশেষে কাজে ফিরেই করোনার কবলে পড়লেন এই তারকা। নিজের শারীরিক অবস্থার খবর জানাতে গিয়ে তামান্না ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘ নিয়ম মেনেই আমি ও শুটিং টিমের সবাই কাজ করছিলাম। পোড়া কোপাল আমার, গত সপ্তাহে আমার হালকা জ্বর আসে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতেই ধরা পড়ে আমি কোভিড—১৯ পজিটিভ। আমি নিজেই হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হই। সেখানকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাহায্য নিই। আগের তুলনায় কিছুটা ভালো লাগছে। আমাকে এখন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।’ ইনস্টাগ্রামে তামান্না আরও লিখেছেন, ‘গেল সপ্তাহটা খুবই বাজে কেটেছে। তবে এখন আমি অনেকটাই ভালো আছি। আমি আশাবাদী, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠব।’ প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস বাড়িতে ছিলেন তিনি। কিছুদিন আগে শুরু করেছেন একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং। শুটিং শুরু করার আগে নিজের ও মা-বাবার করোনা পরীক্ষা করিয়েছেন। মা-বাবার করোনার মৃদু লক্ষণ দেখা দেওয়ায় তাঁরা তিনজনই করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন। দুই দফা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হলে পরে শুটিং শুরু করেন তামান্না। করোনার সেই ফল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ারও করেছিলেন দক্ষিণী এই অভিনেত্রী। পিঙ্কভিলার প্রতিবেদন অনুযায়ী শুটিং শুরু করার কয়েক দিন পরই হায়দরাবাদের শুটিং সেটে অসুস্থ হয়ে পড়েন তামান্না। এর পরেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী তামান্না। দুধে আলতা গায়ের বরনের কারণে তাঁর রূপমুগ্ধ দক্ষিণ ভারত তাঁর নাম দিয়েছে ‘মিল্ক বিউটি’। হীরা ব্যবসায়ীর মেয়ে তামান্না ২০০৫ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে পা রাখেন চলচ্চিত্রে। ব্লকব্লাস্টার সিনেমা ‘বাহুবলী’তে অভিনয় করে তুমুল জনপ্রিয়তা পান তিনি। পরে তেলেগু, তামিল ও হিন্দি ভাষার প্রায় ৬৫টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। ‘আয়ান’, ‘প্রিয়া’, ‘ভীরাম’, ‘দেবী’, ‘ওপিরি’, ‘১০০ লাভ’, ‘বাহুবলী: দ্য বিগিনিং’, ‘বাহুবলী: দ্য কনক্লুশন’, ‘এফ টু’ প্রভৃতি তাঁর ক্যারিয়ারের উল্লেখযোগ্য ছবি।প্রসঙ্গত বলিউডে এর আগে আরও বেশ কয়েকবার থাবা বসিয়েছে করোনাভাইরাস। আক্রান্ত হয়েছিলেন বলিউডের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন। তাঁর ছেলে-পুত্রবধূ ও নাতনিও কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে সবাই এখন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

এ তালিকায় আরও আছেন র‍্যাচেল হোয়াইট, প্রযোজক করিম মোরানি, তাঁর মেয়ে শাজা, কণ্ঠশিল্পী কণিকা কাপুরের মতো সুপরিচিত তারকারা।

গত সেপ্টেম্বরে করোনার শিকার হয়েছেন অর্জুন কাপুর ও তাঁর প্রেমিকা মালাইকা অরোরা।অন্যদিকে বলিউডের বিশাল বাজারেও থাবা বসিয়েছে করোনা। করোনার সংক্রমণ রুখতে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল ভারতের প্রেক্ষাগৃহ। মুক্তি পায়নি কোনো ছবি। সিনেমা, টেলিভিশন ধারাবাহিক, ওয়েব সিরিজের শুটিং বন্ধ। ব্যয়বহুল শুটিং সেটগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ই-কমার্স উদ্যোক্তার সঙ্গে সংসার করবেন কাজল

কাজল আগারওয়ালের বিয়ে নিয়ে অবশ্য তেমন কোনো কানাঘুষা ছিল না। তাই কাজলের বিয়ের খবরটা অনেকের কাছেই চমকে দেওয়ার মতো। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে নিজের বিয়ের খবর নিজেই দিয়েছেন কাজল। উদ্যোক্তা গৌতম কিসলুর গলায় শিগগির বরমাল্য দেবেন এই অভিনেত্রী। সঙ্গে এ-ও জানিয়েছেন, বিয়েটা হচ্ছে ৩০ অক্টোবর।

নায়ক কিংবা ভিলেন, কে পাবে নায়িকাকে? ‘মাগাধিরা’ ছবিতে কাজলকে বিয়ে করার জন্য প্রতিযোগিতা হয়েছিল এই দুই পুরুষের মধ্যে। ছবিতে পরিচালক নিয়তি নির্ধারিত করেন। তাই নায়কই জিতে যায়। বিয়ের অনুমতি পায় কাজল আগারওয়ালকে। তবে এবার আর কাজলকে বিয়ে করার জন্য প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নেই। ভারতের দক্ষিণী এই অভিনেত্রীর পাত্র আগে থেকেই প্রস্তুত। উদ্যোক্তা গৌতম কিসলুর গলায় শিগগির বরমাল্য দেবেন এই অভিনেত্রী।করোনাকাল হওয়ায় অনেকেরই বিয়ে পিছিয়েছে। কাজল আগারওয়ালের বিয়ে নিয়ে অবশ্য তেমন কোনো কানাঘুষা ছিল না। তাই কাজলের বিয়ের খবরটা অনেকের কাছেই চমকে দেওয়ার মতো। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে নিজের বিয়ের খবর নিজেই দিয়েছেন কাজল। সঙ্গে এ-ও জানিয়েছেন, বিয়েটা হচ্ছে ৩০ অক্টোবর।

কাজল ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, ‘খবরটি আমি আপনাদের জানাতে পেরে অসম্ভব রোমাঞ্চিত। ৩০ অক্টোবর মুম্বাইতে খুবই ছিমছাম পারিবারিক আয়োজনে গৌতম কিসলুর সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে। এই মহামারি আমাদের আনন্দের উজ্জ্বলতাকে ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তবু একসঙ্গে পথচলা শুরু করতে আর তর সইছে না। যাঁরা আমাকে এত বছর ভালোবেসেছেন, আমার মঙ্গল কামনা করেছেন, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনাদের শুভকামনা প্রার্থনা করছি। আমি ভবিষ্যতেও আমার কাজটি করে যাব, অর্থাৎ ভক্তদের বিনোদন দিয়ে যাব। তবে এখন কেবল নতুন পথচলার দিকেই সব মনোযোগ। আপনাদের সীমাহীন সমর্থনের জন্য আবার ধন্যবাদ।’ একটি সূত্রে জানা গেছে, কাজল-গৌতমের বিয়ের অনুষ্ঠান দুদিন ধরে চলবে। মুম্বাইয়ের চার্চগেট-সংলগ্ন একটি পাঁচতারা হোটেলে সম্পন্ন হবে অনুষ্ঠান।একটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম কিসলু। ইন্টেরিয়র ডিজাইন ও হোম ডেকর নিয়ে কাজ করে এটি। দক্ষিণ ভারতের বেশ কজন অভিনয়শিল্পী এই মহামারিতে জীবনসঙ্গী খুঁজে নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে এবার যুক্ত হচ্ছেন কাজল আগারওয়াল। রানা দাগুবাতি, নিখিল সিদ্ধার্থ ও নিতিন এই মহামারিকালকেই বিয়ের আসরে বসেছেন।জানা গেছে, গত মাসেই গৌতম কিসলুর সঙ্গে এনগেজমেন্ট সেরেছেন কাজল। গতকাল মঙ্গলবার বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে ব্যাচেলর পার্টিও করেছেন কাজল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন সেই পার্টির ছবিও।কাজলকে বেশির ভাগ দেখা গেছে তামিল ও তেলেগু ছবিতে। তবে বলিউডেও বেশ কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। ২০০৪ সালে ‘কিউ হো গায়া না’ দিয়ে বলিউডে যাত্রা শুরু তাঁর। অজয় দেবগনের সঙ্গে ‘সিংঘাম’ ছবিতে অভিনয় করেছেন কাজল। এ ছাড়া ‘স্পেশাল ২৬’, ‘নায়ক’, ‘রণারঙ্গম’, ‘মগধীরার’ ছবিতে অভিনয় করেছ

গত মার্চে ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কথা বলেছেন কাজল। নিজেকে কীভাবে উৎফুল্ল রাখেনএর উত্তরে কাজল জানিয়েছেন, তিনি স্পা করেন, পেটকে ভালো খাবার খাইয়ে উৎসাহ দেন। রান্না করতে খুবই ভালোবাসেন। প্রায়ই তিনি থাই খাবার আর রাজমা চাওয়াল বানান।

আর যখন দুঃখিত বা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন, তখন বিস্কুট বানাতে বসে যান। ওভেন থেকে গরম বিস্কুট বের করার সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তাও হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তা ছাড়া কাজল বলেছেন অনুপ্রেরণাদায়ী তিন নারীর নাম। তিন বলেন, ‘প্রত্যেক নারীর গল্পই অনুপ্রেরণাদায়ক। তবে আমি ইন্দ্রা নুইকে দেখে মুগ্ধ হই। প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে দেখেও অনুপ্রাণিত হই। তবে আমার আদর্শ আমার মা।

ঢাকার ছবিতে গাওয়ার আহ্বান চোখ ভিজিয়েছে সুমনের

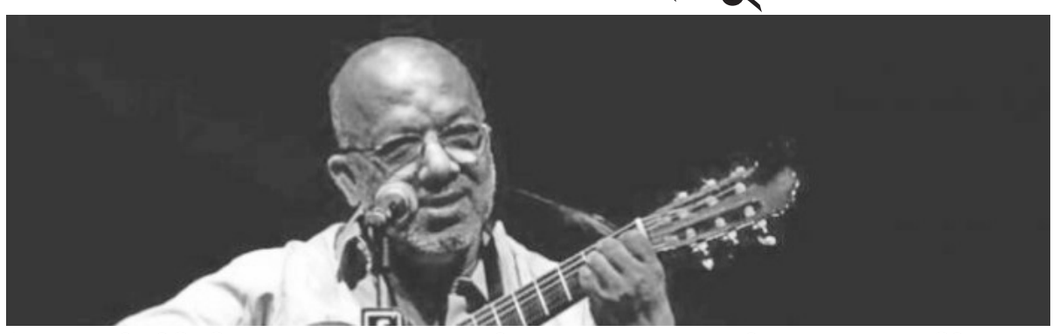

দুই বাংলার জনপ্রিয় শিল্পী কবীর সুমন গান করবেন বাংলাদেশের ছবিতে। প্রথমবারের মতো ঢাকার ছবিতে গান করার আহ্বানে রীতিমতো চোখ ভিজে উঠেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্পীর। বাংলাদেশ থেকে নির্মিতব্য ‘প্রীতিলতা’ সিনেমার জন্য তিনি গাইবেন ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি’ গানটি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের শহীদ প্রীতিলতাকে নিয়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে ছবিটি।

এই ছবিতে গান করা প্রসঙ্গে সুমন বলেন, ‘এ রকম গান তো খুব কম আছে পৃথিবীতে। প্রীতিলতাকে নিয়ে একটি ছবি হচ্ছে, সেখানে আমাকে “একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি” গানটি গাইতে বলায় আমি চমৎকৃত হয়েছি। এটা আমার কাছে বিরাট ব্যাপার মনে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এসবের ধারেকাছে নেই। এ রকম ছবি করার সঠিক জায়গা বাংলাদেশ। সেখানে আমি কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারলে আনন্দিত হব।’

এমন একটি গানের জন্য বাংলাদেশ থেকে অপরিচিত একজন যুবক স্মরণ করবেন, এটা আমি ভাবতেই পারিনি। আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে। যে দেশে থাকি, সে দেশে আমি খুব একটা গ্রহণযোগ্য মানুষ নই, কোনো দিন ছিলামও না। এখানে ঠেকায় না পড়লে আমায় কেউ খুব একটা সুযোগ দেয়নি। যখন দেখে আমাকেই দরকার, তখন আসে। এ ছাড়া কেউ আমার ধারেকাছে আসে না। এটা নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ নেই।

‘একবার বিদায় দে মা’ গানটির গীতিকার ও সুরকার ভারতের বাঁকুড়ার লোককবি পীতাম্বর দাস। তবে কেউ কেউ মনে করেন গানটি মুকুন্দ দাসের। ১৯৬৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘সুভাষচন্দ্র’ চলচ্চিত্রে প্রথম গানটি ব্যবহার করা হয়। সে সময় সেটি গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। এবার পুরুষকণ্ঠে গানটি ধারণ করা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সুমন বলেন, ‘কোনো নারী শিল্পীকে দিয়ে গানটি করানোর প্রস্তাব দিই আমি। এমনকি বিকল্প শিল্পীর কথা ভাবতেও বলি। কিন্তু নির্মাতা ও তার দল সিদ্ধান্তে অনড়। তারা গানটি পুরুষকণ্ঠেই রাখতে চায়।’ কবীর সুমনও শর্ত দেন, ছবিতে গানটি তিনি গাইবেন খালি গলায়।

আবেগাপ্লুত সুমন বলেন, ‘আমাকে এমন একটি গানের জন্য বাংলাদেশ থেকে অপরিচিত একজন যুবক স্মরণ করবেন, এটা আমি ভাবতেই পারিনি। আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে। যে দেশে থাকি, সে দেশে আমি খুব একটা গ্রহণযোগ্য মানুষ নই, কোনো দিন ছিলামও না। এখানে ঠেকায় না পড়লে আমায় কেউ খুব একটা সুযোগ দেয়নি। যখন দেখে আমাকেই দরকার, তখন আসে। এ ছাড়া কেউ আমার ধারেকাছে আসে না। এটা নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ নেই।’

ছয় বছর বয়সে সুমন যখন পড়তে শিখেছেন, তখন তিনি হাতে পান ভারতের স্বাধীনতার বিপ্লবীদের নিয়ে ছোটদের উপযোগী একটি বই। সেখান থেকেই তিনি জানতে পারেন ক্ষুদিরাম বসু, সূর্যসেন, কানাই লাল বন্দোপাধ্যায়সহ অনেক বিপ্লবীদের কথা। সেই বইতেই ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি’ গানটি প্রথম পড়েছিলেন কবীর সুমন। পরে একটি সিনেমায় গানটি শুনেছেন। তিনি বলেন, ‘এই গানটা শুধু ভারতের স্বাধীনতার উচ্চারণ নয়। আমার মনে হয় এটা বাংলা গানের একটা নারী। যেমন গানের “মা” কথাটা। তা ছাড়া আম্মা, বাবা, আব্বা, ভাইজান, ভাই, বউ, বিবি শব্দগুলো কবি আল মাহমুদের কবিতায় উচ্চারিত হয়। আল মাহমুদের মতো বাঙালি কবি কি আমাদের মধ্যে আর এসেছে? তাঁর ‘শষ্যের দোহাই’, ‘বিবি’ বা ‘জান’ শব্দগুলোতে তো নারীদেরই কথা। ‘একবার বিদায় দে মা’ও তেমনই বাংলা সুরের নারীর জায়গা। এই গানটা আমার নারীর। ছয় বছর বয়সে যখন গানটির কথা পড়েছি, তখন থেকে গানটা আজও ভেতরে দপদপ করে জ্বলছে।’

তবে গানটিকে রাজনৈতিক মনে করেন না সুমন। তিনি একে বাংলা ভাষার ইতিহাসের গান মনে করেন। এই গান দিয়ে তিনি কাউকে জাগিয়েও তুলতে চান না। সুমন বলেন, ‘ক্ষুদিরাম বসু যে বয়সে মারা যান, সেই বয়সে তাঁর ফাঁসি হওয়ার কথা নয়। তার ফাঁসি হলো। অনেক বড় কবি আর লেখক তখন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আফসোস, কেউ ক্ষুদিরামকে নিয়ে কিছু লিখলেন না।’প্রীতিলতা’ ছবিটির জন্য এখনো শিল্পী নির্বাচনের কাজ চলছে। পয়লা নভেম্বর থেকে ছবির শুটিং শুরু করার কথা রয়েছে বলে জানান নির্মাতা রাশিদ পলাশ। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বেশ কিছু জায়গায় ছবিটির শুটিং হবে। ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন গোলাম রাব্বানী।

দুর্গাপূজা সামনে। তাই চলছে ছোট আসরে মন্ডপ গরার কাজ। ছবি- নিজস্ব।

মেডিক্যাল কলেজ রাতাবাড়িতেই হবে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথের মন্তব্যে চটেছেন কং বিধায়ক কমলাক্ষ

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ 'মেডিক্যাল কলেজ রাতাবাড়ি সমষ্টিতেই হবে'। সাংসদ কৃপানাথ মালাহের এই দাবির তীব্র সমালোচনা করেছেন উত্তর করিমগঞ্জের কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। কমলাক্ষ বলেন, কৃপানাথ কি শুধু রাতাবাড়ি এলাকার সাংসদ? অন্ততপক্ষে মেডিক্যাল কলেজ নিয়ে সাংসদকে নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন ছিল।

বিধায়ক কমলাক্ষ বলেন, সাংসদ কৃপানাথ মালাহ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বলতে পারতেন, জেলার মধ্যবর্তী জাতীয় সড়ক সংলগ্ন যে কোনও স্থানে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হোপক। করিমগঞ্জবাসীর বহু কাঙ্ক্ষিত মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য রাতাবাড়ির নাম নির্দিষ্ট করে বলাটা কৃপানাথের উচিত হয়নি বলে সাংসদকে একহাত নেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি, বলেন জেলার জনগণের স্বার্থে শাসক দলের সাংসদ ও বিধায়করা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারছেন না, বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জাজনক। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা যে স্থিতি নিয়েছেন তাও খুবই হাস্যকর বলে কটাক্ষ করেন কমলাক্ষ।

বিধায়কের বক্তব্য, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত দলীয় দুই বিধায়ক ও সাংসদের উপর ছেড়ে দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রকারান্তরে জেলাবাসীকে অপমান করেছেন। মেডিক্যাল কলেজটি কি বিধায়ক ও সাংসদের জন্য? এই প্রশ্ন তুলে বিধায়ক কমলাক্ষ বলেন, মেডিক্যাল কলেজটি জনগণের জন্য। তাই করিমগঞ্জের জনগণের কাছে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গা খোঁজার দায়িত্ব অর্পণ করলে ভালো হতো। সাংসদ ও দুই বিধাকেরর দড়ি টানাটানিতে শেষপর্যন্ত যদি প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজটি করিমগঞ্জে স্থাপন না হয়, তা হলে এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বিধায়ক কমলাক্ষ পুরকায়স্থ আরও বলেন, মেডিক্যাল কলেজের জমি নির্ধারণের জন্য সাংসদ কৃপানাথ মালাহ এবং দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও বিজয় মালাকারকে দশ দিনের মধ্যে ঐকমত্যে পৌঁছনোর জন্য বলে গিয়েছিলেন মন্ত্রী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ২৫ সেপ্টেম্বরের পর আজ ১২ দিন হয়ে গেছে, এখনও সাংসদ ও দুই বিধায়ক কোনও ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি। যা জেলাবাসীর জন্য এক অশনী সংকেত বলে দাবি করেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের নামে করিমগঞ্জবাসীর সঙ্গে ভাওতাবাজি চলছে মন্তব্য করেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি বলেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জেলার পাঁচটি বিধানসভা এলাকার জনগণকে প্রকাশ্য জনসভায় কথা দিয়েছিলেন, যে বিধানসভা কেন্দ্রের জনগণ কৃপানাথকে (বিজেপি প্রার্থী) সব থেকে বেশি ভোট দেবেন সেই এলাকায়ই মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কথায় বিশ্বাস করে মেডিক্যাল কলেজের আশায় রাতাবাড়ির মানুষ কৃপানাথকে রেকর্ড ভোট দিয়ে সাংসদ নির্বাচিত করেছিলেন। তা হলে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করিমগঞ্জ জেলার জনমনে এত বিভ্রান্তি, দ্বিধা ও সংশয় সৃষ্টি করছেন কেন বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। কমলাক্ষ বলেন, করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে, এটা একটা ললিপপ মাত্র। আসলে দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও বিজয় মালাকার এবং সাংসদ কৃপানাথ মালাহের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি করে শেষপর্যন্ত প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজটি অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। যদি হিমন্তবিশ্ব শর্মা মনেপ্রাণে চাইতেন যে, করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হোক, তা হলে সাংসদ বিধায়কদের নিয়ে ঐকমত্যে আসাটা কোনও বিরাট ব্যাপার ছিল না। আক্ষেপের সুরে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, করিমগঞ্জ জেলাবাসীর বৃহৎ স্বার্থে তিনজন শাসক দলীয় সাংসদ ও বিধায়ক ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারা এবং তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থে কায়েমের ফলে জেলাবাসীর বহু কাঙ্ক্ষিত মেডিক্যাল কলেজের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।বিধায়ক কমলাক্ষ অনুতাপ ব্যক্ত করে বলেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এখন পর্যন্ত ১২টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হয়ে গেছে। অথচ শিলচর ছাড়া বরাক উপত্যকার দ্বিতীয় মেডিক্যাল কলেজের জন্য করিমগঞ্জ জেলায় এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। করিমগঞ্জবাসীর জন্য তা এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে দুঃখ প্রকাশ করেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

হাথরাস নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য! বিজেপি নেতাকে নোটিশ ধরাল মহিলা কমিশন

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.): হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার জন্য উত্তরপ্রদেশের বারাবানকি বিজেপি নেতা রঞ্জিত শ্রীবাস্তবকে নোটিশ দিল জাতীয় মহিলা কমিশন।বিতর্কিত মন্তব্য করার দায়ে ওই বিজেপি নেতাকে জবাবদিহি করতে সশরীরে কমিশনের সামনে আসতে হবে বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান রেখা শর্মা। ২৬ অক্টোবর কমিশনের সামনে পেশ হতে বলা হয়েছে রঞ্জিত শ্রীবাস্তবকে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বারাবানকি জেলার বিজেপি নেতা তথা নবাবগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান রঞ্জিত শ্রীবাস্তব মৃত নিগৃহীতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।তিনি প্রশ্ন তুলেছেন কেন ধর্ষিতা ঘাস কাটতে আখ,বজরা এবং মাকাই ক্ষেতে গিয়েছিলেন।এমন ধরনের ধর্ষণকাণ্ডে প্রশাসনের উচিত মামলার ফাইল এখানেই বন্ধ করে নিগৃহীতার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া।প্রসঙ্গত কমিশন বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করের নামে অন নোটিশ জারি করেছে।কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে অভিনেত্রী নিগৃহীতার ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে।যা আইনবিরুদ্ধ কাজ। এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রীকে কমিশনের সামনে এসে জবাবদিহি করতে হবে এবং বিতর্কিত পোস্টটি মুছে ফেলতে হবে সামাজিক মাধ্যম থেকে।

পুতিনকে ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.): রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।বুধবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে পুতিনের সঙ্গে নিজের বহু বছরের আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের স্মৃতি টেলিফোনে স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশের গভীর সম্পর্ককে আরো বেশি মজবুত করার ক্ষেত্রে পুতিনের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। করোনা মহামারী সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংকট নিয়ে দুই দেশ যে এক সঙ্গে কাজ করে যাবে সে বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে পুতিনকে ভারতে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ করা যেতে পারে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছাড়াও ভ্লাদিমির পুতিনের আরো একটি পরিচয় রয়েছে। সাবেক সোভিয়েত জমানার রাশিয়ার নেতাদের মধ্যে তিনিই অগ্রণী ব্যক্তিত্ব যিনি ভারতকে খুব ভালো করে বোঝেন এবং জানেন।রাশিয়ার কাছে ভারতের গুরুত্ব কি তার সংজ্ঞা এই মুহূর্তে পুতিন ছাড়া রাশিয়ার হয়তো অন্য কেউ জানে না। তাই আগামী দিনে দুই দেশের সম্পর্ক আরো বেশি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পুতিন যে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন তা বলাই বাহুল্য।

ধর্ষণ, অপহরণের তথ্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্যপালের

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের ধর্ষণ, অপহরণের তথ্য নিয়ে বিরোধের প্রেক্ষিতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

ধর্ষণ, অপহরণের এই তথ্য দাখিল করে দাবি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর মঙ্গলবার টুইটে লিখেছেন, "অন্যত্র আগুন নেভাতে যাওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ এলাকায় নিজের পায়ের নিচের আগুন নেভান!" এর পরেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে লিখিতভাবে দাবি করা হয়, রাজ্যপালের দেওয়া তথ্য ঠিক নয়। এরপর রাজ্যপাল সন্ধ্যায় ফের টুইট করে দাবি করেন, তিনি যা লিখেছেন, একেবারে ঠিক। হাথরাস কান্ডের হইচই শুরুর পর থেকে ফেসবুকে অত্যুৎসাহী অনেকে লিখেছিলেন, এ ব্যাপারে জগদীপ ধনকর কেন চুপ? শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার দুপুরে টুইটে ধনকর লেখেন, "সরকারি হিসাবেই বলছে এ রাজ্যে ২২৩টি ধর্ষণ এবং ৬৩৯টি অপহরণ হরেছে। মহিলাদের কী চিন্তার অবস্থা!" তাঁর সংযোজিত জেলাভিত্তিক তালিকায় দেখা যাচ্ছে, কেবল গত আগস্ট মাসে ধর্ষণ ও অপহরণে রাজ্যে সবচেয়ে ওপরে মুর্শিদাবাদ ৫১ ও ৭৫। নদিয়ায় যথাক্রমে ২৪ ও ৫৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণা যথাক্রমে ১৮ ও ৬৮, উত্তর ২৪ পরগণায় ২১ ও ৪৯। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির শীর্ষে রয়েছে জলপাইগুড়িযথাক্রমে ১৬ ও ২৩।

এর পর স্বরাষ্ট্র দফতর দাবি করে, "রাজ্যপালের অভিযোগ ভিত্তিহীন। কোনও সরকারি রিপোর্ট বা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি এটা জানাননি। এটা ভ্রান্তিমূলক এবং ভিত্তিহীন।" রাজ্যপালও টুইটে পালটা দাবি করেন, প্রতিটি ডিভিশন থেকে এই তথ্য সরকারিভাবে আমাকে পাঠানো হয়েছে। এর পর বুধবার রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে লেখেন, "মালদহ, বর্ধমান, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি এবং প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনাররা রাজ্যের মুখ্যসচিব ও রাজ্যপালের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে এ রাজ্যে আগস্ট মাসে ধর্ষণ ও অপহরণের তথ্য পাঠিয়েছেন, তা সরকার জানে।'

ক্ষোভে পদত্যাগ আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল নেতার

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তরবঙ্গের আরও এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা পদত্যাগ করলেন।

কোচবিহারের পর এবার আলিপুরদুয়ার। একের পর এক দাপুটে নেতাদের পদত্যাগ অস্বস্তিতে ফেলছে শাসকশিবিরকে।

তৃণমূলের নতুন জেলা কমিটি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে দলের সব পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান আশিস দত্ত। নতুন জেলা কমিটিতে সহ-সভাপতি পদে ছিলেন তিনি। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মৃদুল গোস্বামী বলেন, "আমি কোনও পদত্যাগ পত্র পাইনি। এটা দলের অভ্যন্তরীন বিষয়। কেউ পদত্যাগ করলে তা

ছয়ের পাতায়

বরপেটায় পাঁচটি প্রকল্পের শিলান্যাস মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার

বরপেটা (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : বহু কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে বরপেটায় পাঁচ-পাঁচটি প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং রূপান্তর ও উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বরপেটায় জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পগুলির শিলান্যাস করেছেন বহু দফতরের মন্ত্রী।

সরভোগের বিধায়ক তথা বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, বরপেটার বিধায়ক গুণীন্দ্রনাথ দাস, চেঙার বিধায়ক শুকুর আলি, বাঘবরের বিধায়ক শেরমান আলি আহমেদ সহ বহু উচ্চ পদস্থ ও পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বরপেটায় ফখরউদ্দিন আলি আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ১০০টি বিছানাযুক্ত মাতৃ ও শিশু হাসপাতাল, অসম সরকারের স্ব-অগ্রাধিকার প্রকল্পের অধীনে নখন্দা সেতু থেকে বরপেটা-বাঘবর সড়কের নলিরপাড় সংযোগী রাস্তার নির্মাণকার্য, চেঙা-বহরি সড়কের উন্নয়নকার্য, বাঘবরের আদর্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ের শিলান্যাস করেছেন।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, গোটা অসমে বরপেটায় এই প্রথম একদিনে পাঁচটি প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান বিজেপি জোট সরকার জাতির কল্যাণে বহু জনমুখি প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। বিজেপি সরকার কথায় নয়, কাজ করে দেখায়, দাবি মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের। সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস সহ অনেকে।

হাথরাস নিয়ে মিছিল করার আগেই পুলিশের হেফাজতে হার্দিক

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.): হাথরাস গণধর্ষণকাণ্ডে গুজরাটে বিক্ষোভ মিছিলের যোগদানের আগেই দলের প্রদেশ কার্যকারী সভাপতি হার্দিক প্যাটেলকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয় পুলিশ।গুজরাটে বেড়ে চলা করোনা মহামারীর জেরে এদিনের বিক্ষোভ মিছিলের অনুমতি দেয়নি পুলিশ।তা সত্বেও মিছিল বের করার চেষ্টা করে কংগ্রেস কর্মীরা।এর জেরে দলের রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ।বুধবার সকালে পুলিশের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস সহ রাজ্যের অন্যান্য বিরোধী দলগুলি আহমেদাবাদের থাকচরভ আশ্রম থেকে গান্ধী আশ্রম পর্যন্ত মিছিল বের করে। কিন্তু মিছিল শুরু হবার আগেই পুলিশ হার্দিক প্যাটেলকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয়। অনুমতি ছাড়া মিছিল করার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আগামী দিনে আইনি পদক্ষেপ নেবে পুলিশ। উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তরপ্রদেশ গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে মাঠে নেমে পড়েছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন পরীক্ষায় জটিলতা

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে কোণঠাসা শহরবাসী। এরই মাঝে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। তবে চলতি বছর করোনা আবহে অনলাইনে চলছে পরীক্ষা। এরই মাঝে বুধবার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন পরীক্ষায় জটিলতা।

এদিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের দূরশিক্ষা শিক্ষা বিভাগের আজ পরীক্ষা ছিল। বুধবার থেকেই স্নাতকোত্তর স্তরের দূরশিক্ষা শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আর এই পরীক্ষা চলছে অনলাইনে। কিন্তু শুরুর দিনেই সমস্যা। সার্ভার বিভ্রাটে থমকে যায় পরীক্ষা। প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য বেশ অনেকক্ষণ স্থগিত থাকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের দূরশিক্ষা শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষা।

অরুণাচল প্রদেশে নতুন ২২২ জন করোনায় সংক্রমিত, আরও একজনের মৃত্যু

ইটানগর, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশে নতুন করে ২২২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। এঁদের নিয়ে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১,০০৭। এদিকে আরও একজন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর সাথে রাজ্যে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০।

করোনায় আক্রান্ত নতুনদের মধ্যে তিনজন সেনা জওয়ান রয়েছেন। অন্যদিকে, ইটানগরের নিকটবর্তী চিম্পুতে কোভিড-১৯ হাসপাতালে ৪৭ বছর বয়সি এক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

রাজ্যের ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স এলাকায় নতুন করে ৯০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাছাড়া, চাংলাঙে ২৮ জন এবং পশ্চিম সিয়াঙে ২৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিকের কথায়, তিন সেনা জওয়ান এবং এনডিআরএফ-এর এক আধিকারিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

এখন পর্যন্ত অরুণাচল প্রদেশে করোনায় আক্রান্ত ১৮৯ জন সুস্থ হয়েছেন। তাতে ৭,৯৬৫ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। ফলে, সুস্থতার হার দাঁড়িয়েছে ৭২.৩৬ শতাংশে। বর্তমানে রাজ্যে ৩,০২২ জন সক্রিয় করোনা রোগী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১,৫৮৪ জন ইটানগর, নাহরলগুন, নির্জুলি এবং বান্দরদেও এলাকার নাগরিক রয়েছেন। এছাড়া, পশ্চিম সিয়াঙে ২৪৩ জন, পাপুমপারেতে ১৬১ জন এবং চাংলাঙে ১৫৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৪২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

মেঘালয়ে আংশিক বিদ্যালয় খুলবে ১৫ অক্টোবর থেকে

শিলং, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : প্রাথমিক বিদ্যালয় আংশিকভাবে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেঘালয় সরকার। আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনেই বিদ্যালয় খোলা হবে। শিক্ষামন্ত্রী ল্যাহকমেন রিমবুই আজ বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নয়া নির্দেশিকা জারি হতেই রাজ্যের শিক্ষা দফতর পর্যালোচনা বৈঠক করেছে। ইতিমধ্যে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে ষষ্ঠ থেকে অষ্ঠম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদেরও বিদ্যালয়ে যেতে দেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে পঠন-পাঠন সম্পর্কিত পরামর্শ নিতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু আংশিকভাবে বিদ্যালয় চালু না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠন নিয়ে এখনই অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ১৫ অক্টোবর থেকে আংশিক বিদ্যালয় চালু করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর মতে, মেঘালয়ে ১৫ হাজারের অধিক বিদ্যালয় রয়েছে। ওই বিদ্যালয়গুলি পুনরায় খোলার বিষয়ে অভিভাবকদের সাথে জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা আলোচনা করবেন। বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠন চালু করার বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করবেন তাঁরা।

তাঁর বক্তব্য, কিছু স্থান এখনও কোভিড হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে বিদ্যালয় খোলার বিষয়ে সরকার এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। আমরা চাইছি, জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের আলোচনায় মতামত সংগ্রহ করে আগামী ১৩ অক্টোবরের মধ্যে রিপোর্ট জমা করুক। ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে আগামী ১৪ এবং ১৫ অক্টোবর রাজ্য সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে, বলেন তিনি।

পুলিশের জালে গণ্ডারের খড়গের চোরাকারবারে জড়িত বন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ান সহ তিন

বোকাখাত (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : গণ্ডারের খড়গের চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে খোদ বন সুরক্ষা বাহিনীর এক জওয়ানকে গ্রেফতার করেছে গোলাঘাট জেলার বোকাখাত পুলিশ। ধৃত খড়গের চোরাকারবারি বুড়াপাহাড় চেকনি ফরেস্ট ক্যাম্পে নিয়োজিত শশী দলে।

তাকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল গণ্ডারের খড়গ সমেত গ্রেফতার উরুকা পেগু এবং কুনকুনি পেগুর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বন বিভাগের বিশেষ সুরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত শশী দলেকে কলিয়াবর মহকুমার চেকনিতে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স শিবির থেকে গতকাল রাতে বোকাখাত পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শশী দলে গণ্ডার হত্যা মামলায় অভিযুক্ত অসম গণ পরিষদ দলের নেতা গণেশ দলের ভাই। গণ্ডারের চোরা কারবারের সঙ্গে জড়িত গণেশ দলেকে বন দফতর এবং পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। বর্তমানে সে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

গণেশ দলে কৃষিমন্ত্রী অতুল বরার বিশ্বস্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে অগপ-র হয়ে বোকাখাতের মরিধনশিরি গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি পদে ভোটে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু পরাজয় হয় তার। গণ্ডারের চোরাই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গণেশ দলেকে অগপ দল থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে।

এদিকে গণ্ডারের খড়গের চোরাই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে এর আগেও বোকাখাত পুলিশ শশী দলেকে আটক করেছিল।

প্রসঙ্গত, গোপান সূত্রে খবর পেয়ে বোকাখাত জেলার ডিএসপি মাধুর্য বরার নেতৃত্বে বোকাখাত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পৃথ্বীরাজ রাজখোয়ার সহযোগে মঙ্গলবার এক তালাশি অভিযান চলেছিল। ওই অভিযানে বোকাখাতের ৩ নম্বর দ-গ্রামে উরুকা পেগুর বাড়ি থেকে গণ্ডারের একটি খড়ক উদ্ধার করেছে পুলিশ।

তার পরই পুলিশ উরুকা পেগু এবং কুনকুনি পেগুকে গ্রেফতার করে। পুলিশি জেরায় ওই দম্পতির মুখ থেকে বন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ান শশী দলের নাম প্রকাশ হয়েছে।

এসআই পরীক্ষাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড প্রাক্তন ডিআইজি পিকে দত্তকে ছয়দিনের সিআইডি হেফাজত

গুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নিয়োগ কেলেংকারির মাস্টারমাইন্ড তথা মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন ডিআইজি প্রশান্তকুমার দত্তকে ছয়দিনের সিআইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে কামরূপ মেট্রো বিচারবিভাগীয় আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী সেতুর ওপারে কাকড়ভিটায় প্রশান্তকুমার দত্তকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। নেপাল সীমান্তে ভারত ভূখণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির পানিটেংকি থানায় রাখা হয় তাঁকে। ধৃত প্রশান্ত দত্তকে আনতে গুয়াহাটি থেকে অসম পুলিশ এবং সিআইডির শীর্ষ এক দল শিলিগুড়ি যায়। শিলিগুড়ি থেকে গতকাল রাতেই চিরাং জেলার কাজলগাঁও এসে সেখানকার অতিথিশালায় রাখা হয় কেলেংকারির মূল অভিযুক্ত প্রশান্ত দত্তকে। সেখানে চিরাঙের পুলিশ সুপারের কাছ থেকে দত্তকে নিজের জিম্মায় নেন এডিজিপি জিপি সিং। তার পর রাত প্রায় দুটা নাগাদ তাঁকে এবং তাঁর ছেলে ঈশান ও জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ান হয় পুলিশের শীর্ষ দল।

বুধবার ভোরের দিকে প্রশান্ত দত্তকে নিয়ে গুয়াহাটি পৌঁছেন এডিজিপি জিপি সিংরা। তাঁকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয় উলুবাড়িতে অবস্থিতি রাজ্যের সিআইডি সদর দফতরে। কেলেংকারি সম্পর্কিত নানা বিষয়ে জেরার পর তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০(বি), ৪০৯ আরডব্লিউ ৬৬(বি) ধারায় ২১/২০ নম্বরে মামলা রুজু করে সিআইডি। সেখান থেকে সকালের দিকে মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী হাসপাতালে নিয়ে তাঁর কোভিড পরীক্ষা করা হয়। রেজাল্ট নেগেটিভ আসায় বিকেলের দিকে তাঁকে কামরূপ মেট্রো বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়।

আদালতে সিআইডি সাতদিনের জন্য প্রশান্তকে তাঁদের হেফাজতে চায়। কিন্তু শুনানি শেষে আদালত তাঁকে ছয়দিনের হেফাজত মঞ্জুর করেছে। এদিকে প্রাক্তন আইপিএস তথা প্রাক্তন ডিআইজি প্রশান্ত কুমার দত্ত হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগী বলে তাঁর কেঁসুলি আদালতকে জানান। তখন আগে তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট রোগগুলির পরীক্ষা করিয়ে উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী হেফাজতে নিতে মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট সিআইডি-কে নির্দেশ দেন।

করোনা-র পরীক্ষা বাড়াতে আরও ৫০ হাজার কিট আনছে মণিপুর সরকাব

ইমফল, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় মণিপুর সরকার আরও ৫০ হাজার কিট কিনে আনছে। ২ / ৩ দিনের মধ্যেই ওই কিট এসে পৌঁছবে বলে স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন। বর্তমানে মণিপুরে ১২,২৪০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৯,৪৮২ জন সুস্থ হয়েছেন। ফলে, রাজ্যে ২,৬৮০ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সারা দেশের সাথে মণিপুরেও করোনা সংক্রমণ চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়েছে। তাই নমুনা পরীক্ষা অধিকমাত্রায় জরুরি হয়েছে। তবে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ার জন্যও মণিপুর সরকার সবরকম চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে মণিপুরবাসীর সহযোগিতা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ।

বর্তমানে মণিপুরে করোনা সংক্রমণের হার ৪.৭৬ শতাংশ। জাতীয় গড় ৭.৭ শতাংশ থেকে অনেক কম। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় মণিপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৮। ওই তিনজনই মহিলা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২ জনের বয়স ৮০ এবং একজনের বয়স ৬২। তাঁরা চূড়াচাঁদপুর, ইমফল পশ্চিম এবং ইমফল পুর্বের নাগরিক ছিলেন। মণিপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩৫ জনের দেহে নতুন করে সংক্রমণ মিলেছে। তেমনি, ১৪৮ জন সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে মণিপুরে সুস্থতার হার ৭৭.৪৬ শতাংশ।

রক্তের জায়গায় শান্তি ফিরিয়ে এনেছি, আর যেন রক্তাক্ত না হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাড়গ্রাম, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : রক্তের জায়গায় শান্তি ফিরিয়ে এনেছি, আর যেন রক্তাক্ত না হয়। ভোটের আগে বহিরাগতরা বান্ডিল বান্ডিল টাকা নিয়ে এসে এখানে অশান্তি করার চেষ্টা করবে সে বিষয়টাও দেখতে হবে পুলিশ প্রশাসনকে। বুধবার ঝাড়গ্রাম শহরের ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে ঝাড়গ্রাম জেলার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে একথা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের ডিজি বীরেন্দ্র, রাজীব সিনহা, রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আয়েশা রানী,পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর, বিধায়ক দুলাল মুর্মু ,চূড়ামণি মাহাতো, জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাধবী বিশ্বাস, কোঅর্ডিনেটর উজ্জ্বল দত্ত সহ আরো অনেকে। ঝাড়গ্রাম জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মুম্বাই থেকে এখানে লোক আসছে। টাকার বান্ডিল নিয়ে বাইরে থেকে আসছে। গেস্ট হাউজ ভাড়া করে থাকছে। বেলপাহাড়িতে একটা ট্রুপ এসে ঘুরে গেছে। ঝাড়গ্রামে নতুন করে অশান্তি করবে বলে। এখানে শান্তি যেন থাকে। পুরনো মাওবাদীদের নিয়ে এসে অশান্ত করার চেষ্টা করছে একটা রাজনৈতিক দল।জঙ্গলমহলে অনেক কষ্টে শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সেই শান্তি বজায় রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে ঝাড়গ্রাম সুন্দর মিষ্টি জায়গা, অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রামে বহু মানুষ বেড়াতে আসেন। তাই এই ঝাড়গ্রাম কে সুন্দর করে রাখার জন্য সকলকে উদ্যোগী হতে হবে। কেউ যেন অশান্তি করতে পারে, তার দিকে সকলকে নজর রাখতে হবে। মাওবাদী ছেলেমেয়েদের মূলস্রোতে ফেরানো হয়েছে কেউ অশান্তি সৃষ্টি করলে মানুষ তাদের তাড়িয়ে দেবে। মাওবাদীরা যেন আর ফিরে না আসে। তাই তিনি জঙ্গলমহলের উন্নয়নের উপর জোর দেন। জঙ্গলমহলের যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই শান্তি কে অব্যাহত রাখার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

এদিনের সভায় জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় তিনি কি কি কাজ করেছেন গত আট বছরে তা তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন ক্ষমতায় আসার পর বেলপাহাড়ীর আমলাশোল থেকে রাস্তার কাজ শুরু করেছিলাম। তখন রাজ্যের রাস্তার কি অবস্থা ছিল। তখন রাস্তাঘাট খানাখন্দে ভর্তি ছিল।এখন রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়েছে। কয়েকদিন আগে পথশ্রী অভিযান প্রকল্পে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তার সূচনা করা হয়েছে। ঝাড়গ্রামের রাস্তাঘাট আগের থেকে ভালো হয়েছে। স্কুল হয়েছে কলেজ হয়েছে হাসপাতাল হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, মেডিকেল কলেজ তৈরি হবে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে কি দেওয়া হয়নি। আমাদের হাতে অর্থ কম থাকা সত্বেও আমরা জঙ্গলমহলের উন্নয়নে কোন ত্রুটি রাখেনি। অনেকেই উন্নয়ন দেখতে পায়নি বলে সমালোচনা করছেন। কোনোদিন কোথাও উন্নয়নের কাজ করেনি তারা ঝাড়গ্রামে উন্নয়নের কাজ দেখতে পাইনি বলে তিনি নাম না করে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন টেন্ডারের মাধ্যমে যিনি কাজ করবেন তাকে কাজ করতে দিতে হবে কেউ কাজে বাধা দিলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গ্রামীণ রাস্তায় যেন কোনো ট্রাক না ঢোকে সে ব্যাপারেও পুলিশকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সেই সঙ্গে বলেন ঝাড়গ্রামে সাঁওতালদের জন্য একটি মিউজিয়াম তৈরি করা হবে। সেইসঙ্গে ঝাড়গ্রামের যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন তাদের উন্নয়নে তিনি এদিন জোর দেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ঝাড়গ্রাম হচ্ছে রাজ্যের সীমানা। তাই এখানে কোভিডের কেস বাড়ছে। এখানে মাস্ক কেউ পড়ছে না। কিন্তু পুলিশ, কৃষি, পঞ্চায়েত দফতর তারা মাস্ক দিন। যাদের মাস্ক আছে তাদের সেটা পড়তে হবে বলে বোঝাতে হবে। হাওয়াতেও ছড়াচ্ছে কিন্তু। ছোটোখাটো জিনিষ নজর রাখতে হবে। গাড়ির টায়ারের ফরেন্সিক করুন। বাজারের থলে, জামা কাপড় থেকেও আসছে। কেউ জানিনা এই কোভিড কতদূর বিস্তৃত হচ্ছে। ঝাড়গ্রামে কেস বাড়ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গাইডলাইন মেনে নতুন নিয়মে পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে বাগবাজার সর্বজনীনে

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : থিমের হুজুগে গা ভাসানো নয় বরং ঐতিহ্য আর সাবেকিয়ানাকে সম্বল করে ফি-বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় টানে বাগবাজার সার্বজনীন। উত্তর কলকাতার সাবেকি পুজোর মধ্যে প্রথমেই নাম উঠে আসে বাগবাজার সর্বজনীনের। যদিও প্রতি বছর থেকে এই বছরের পুজো টা একটু অন্যরকম। চলতি বছর অদৃশ্য ভাইরাস করোনাকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে হবে শহরবাসীকে। আর তাই করোনা আবহে এই বছর দুর্গা পুজোর প্যান্ডেল তৈরীর ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে এক নতুন গাইডলাইন। আর সেই গাইডলাইন মেনে নতুন নিয়মে পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে বাগবাজার সর্বজনীনের।

১৯১৯ সালে বাগবাজার সার্বজনীন-র পুজোর সূত্রপাত। স্থানীয় নেবুবাগান লেন ও বাগবাজার স্ট্রিটের মোড়ে ৫৫ নম্বর বাগবাজার স্ট্রিটে এই পুজো শুরু হয়েছিল। নাম ছিল নেবুবাগান বারোয়ারি দুর্গা পুজো। এখানেই কয়েক বছর পুজো হয়। এরপর ১৯২৪ সালে পুজোটি সরে যায় বাগবাজার স্ট্রিট ও পশুপতি বোস লেনের মোড়ে। পরের বছর ফের সরে যায় কাঁটাপুকুরে। ১৯২৭ সালেও স্থানান্তরিত হয় এই পুজো। সেবছর দুর্গাপুজো হয়েছিল বাগবাজার কালীমন্দিরে। ১৯৩০ সালে বিখ্যাত আইনজীবী তথা তৎকালীন কলকাতা পুরসভার অল্ডারম্যান দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় পুজোটি নতুন চেহারা পায়। নাম হয় বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী। তাঁরই উদ্যোগে পুজো উঠে আসে কর্পোরেশনের মাঠে।সেই থেকেই রমরমিয়ে চলছে বাগবাজার সর্বজনীনের পুজো। প্রতিবছরই বাঙালি পুজোর চারটে দিনের মধ্যে একটা দিন হলেও ঢুঁ মারবেই বাগবাজার সর্বজনীনে। ডাকের সাজে একচালার দুর্গা প্রতিমা বাগবাজার সার্বজনীনের নজরকাড়া। বাগবাজারের পুজোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এখানকার সিঁদুর খেলা। বিজয়ার দিন সকাল থেকেই লাইন পড়ে এখানে। দূরদূরান্ত থেকে মহিলারা আসেন এখানে মাকে সিঁদুর দিতে। নিজেরাও মেতে উঠেন সিঁদুর খেলায়। চলতি বছর করোনা আবহে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তৈরি হচ্ছে পুজো মণ্ডপগুলি। তাকে নিয়ম মেনে তৈরি হচ্ছে বাগবাজার সর্বজনীনের মন্ডপ। নতুন নিয়ম মাথায় রেখেই এখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা বাগবাজার সার্বজনীনে।

বিজেপির নবান্ন অভিযানের অনুমতি দিল না লালবাজার

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.): বৃহস্পতিবার বিজেপির নবান্ন অভিযানের অনুমতি দিল না লালবাজার। এদিন বিজেপির প্রতিনিধি দল কলকাতা পুলিশের সদর দফতরে আগামীকালের মিছিলের অনুমতির জন্য গেলে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয় আইন শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে নবান্ন অভিযানের কোনও অনুমতি দেওয়া হবে না । প্রসঙ্গত রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে এই নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপি।

বৃহস্পতিবার বেকারত্ব, কর্মসংস্থান সহ একাধিক দাবিতে নবান্ন অভিযান করবে বিজেপি। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে থেকে যুব মোর্চার কর্মীরা কলকাতায় আসবে। গেরিলা পদ্ধতিতে ওইদিন নবান্ন অভিযান করা হবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন দলের নেতৃত্বরা। শহর জুড়ে পাঁচটি মিছিল এগিয়ে যাবে নবান্নের দিকে।

যুব মোর্চার তরফে দলের ৩৯টি সাংগঠনিক জেলা থেকে বাসে করে লোক নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। যুব মোর্চার সহ সভাপতি ও নবান্ন অভিযানের কনভেনার রাজু সরকার বলেছিলেন, পুলিশ বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই। পুলিশ বাধা না দিলে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মারকলিপি দেব। কিন্তু নির্ধারিত দিনের আগের দিনই পুলিশের তরফে মিছিলের অনুমতি দেওয়া হল না ।

এই প্রসঙ্গে, বিজেপির সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট সৌমিত্র খাঁ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পেয়েছে। তাই আমাদের মিছিলের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তবে আমাদের রোখা যাবে না"। জানা গিয়েছে যে, হেস্টিংস ও রাজ্য বিজেপির সদর দফতর থেকে মিছিল করার অনুমতি মেলেনি।

এবিষয়ে বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু বলেন, " এটাই রাজ্যের গণতন্ত্র । পুলিশ আমাদের কোনও কিছুতেই অনুমতি দেয় না । যদিও আমরা পুলিশের অনুমতির পরোয়া আমরা করি না । পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব বাহিনীতে পরিণত হয়েছে । তবে আমাদের যে কার্যক্রম আছে তা হবে । কলকাতার আশেপাশের জেলা থেকে সমর্থকরা আসতে শুরু করেছে । আমাদের গাড়ি যেথানে আটকানো হবে সেখানেই কার্যকর্তারা অবস্থান বিক্ষোভ করবে ।"

বিজেপির যুব মোর্চার নবান্ন অভিযান ঘিরে তুঙ্গে প্রস্তুতি

কলকাতা, ৭ অক্টোবর(হি. স.) : সামনেই ২১- র নির্বাচন বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর চোখ ওদিকেই। কিন্তু এরই মাঝে একাধিক দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিজেপির যুব মোর্চার নবান্ন অভিযান। বুধবার নবান্ন অভিযান ঘিরে তুঙ্গে প্রস্তুতি রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় চার জায়গা থেকে বিজেপির মিছিল শুরু হবে নবান্নের দিকে। বিজেপির রাজ্য দফতর থেকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে একটি মিছিল হবে। কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়ের নেতৃত্বে একটি মিছিল হবে হেস্টিংসে ফ্লাইওভারের নিচ থেকে। যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্য নেতৃত্ব দেবেন হাওড়া ময়দান থেকে মিছিলটির। আর রাজ্য নেতা সায়ন্তন বসু-সহ অন্যরা সাঁতরাগাছি থেকে মিছিলটির নেতৃত্ব দেবেন। সব মিছিলের অভিমুখ হবে নবান্নের দিকে, এমনটাই বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে।

শিল্প, কর্মসংস্থান, আইনশৃঙ্খলা-সহ একাধিক দাবিতে বিজেপির যুব মোর্চার এই নবান্ন অভিযান কর্মসূচি।

তৃণমূল নেতার

পাচের পাতার পর

দলীয় নেতৃত্বকে জানাতে হবে।" বুধবার দুপুরে নিজের বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন পদ ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান আশিসবাবু। তিনি বলেন, "যাঁরা কোনওদিন দল করেননি তাঁদের নতুন জেলা কমিটিতে পদে বসানো হয়েছে। আমি দলের জেলা সহ-সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলাম।দলের একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে কাজ করে যাব। মানুষের কাজ করব।

জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিকে না জানিয়ে কেন সংবাদ মাধ্যমে পদত্যাগ? আশিসবাবুর দাবি, "এই মাধ্যমেই আমি জানতে পারি, আমাকে নতুন জেলা কমিটির সহ-সভাপতি করা হয়েছে। সেই কারণে সংবাদমাধ্যমের সামনেই আমি আমার পদ থেকে সড়ে দাঁড়ানোর কথা জানালাম। " উল্লেখ্য, এর আগে দলের নতুন কমিটি নিয়ে ক্ষোভ জানিয়ে দলের সব পদ থেকে সরেছিলেন কোচবিহারের বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা বিধায়ক মিহির গোস্বামী।

স্বীকৃতি মুখ্যমন্ত্রীর

তিনের পাতার পর

সনোয়াল। বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামীদের সঙ্গে নিয়ে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বনকর্মী লীলাধর শর্মা, অস্থায়ী বনকর্মী সোনমন নাথ, বলীন বরা ও সুনীল ভক্তি, পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন সমিতির কৃষ্ণ মুর্মুর, করণ মুর্মুর ও জগত বাহাদুর ছেত্রী, বিভাগীয় মাহুত দুলাল বরাকে।

কাজিরঙার সহকারী বন সংরক্ষক ঋতুপবন বরা এবং গোলাঘাট জেলার অবৈতনিক ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন উত্তম শইকিয়া সহ বন ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে। একইভাবে বোকাখাত থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক (ওসি) ইনস্পেক্টর দিব্যজ্যোতি দত্ত, কনস্টেবল নিতুল ফুকন, ব্যাটালিয়ন জিতুল গগৈ, রাণা বরপাত্র গোহাঁই, দুর্লভ শইকিয়া এবং বিদিত রাজখোয়াকে বন্যপ্রাণী সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সেবার জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে।

চিন সীমান্তে হত সেনার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে উত্তরবঙ্গে যাচ্ছে সস্ত্রীক রাজ্যপাল

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর সস্ত্রীক উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন। তিনি চিন সীমান্তের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) প্রয়াত সেনার পরিবারের লোকেদের সঙ্গে দেখা করবেন। এলএসি-তে কিছুকাল আগে চিনা সেনাদের হামলায় ভারতের যাঁরা মারা যান, তাঁদের দু'জন পশ্চিমবঙ্গের। তাঁদের অন্যতম বীরভূমের বেলগড়িয়ার সিপাই রাজেশ ওরাঁও। অপরজন আলিপুরদুয়ারের বিন্দিয়াপাড়ার হাবিলদার বিপুল রায়। রাজ্যপাল ইতিমধ্যে বীরভূমে শহিদ সেনার মায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে ১১ লক্ষ টাকার চেক দিয়ে আসেন।

রাজভবন থেকে বুধবার এ খবর জানিয়ে বলা হয়, পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ লেফটেনান্ট জেনারেল অনিল চৌহান ও তাঁর স্ত্রী অনুপমাও এই সফরে যাবেন আলিপুরদুয়ারে। রাজ্যপাল শহিদ সেনার মা ও স্ত্রী-কে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করে অর্থাৎ মোট ১১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেবেন। রাজ্যপাল সেদিন বেলা দুটোয় শিলিগুড়িতে একটি সাংবাদিক বৈঠকেও বসবেন।

এ.আই.কে.এস.সি.সি-র ডাকে সভা ১১ অক্টোবর

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : ভারতে কৃষক আন্দোলনের বৃহত্তর সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য ১১ অক্টোবর একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ঐব্যবদ্ধ লড়াইয়ের জন্য অখিল ভারতীয় কিষান সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটি (এ.আই.কে.এস.সি.সি) দিল্লির রাকাবগঞ্জ সাহেব গুরুদ্বারায় কৃষক সংগঠন এবং মঞ্চগুলির সভা করার আহ্বান জানিয়েছে। যে সকল কৃষক সংগঠন কেন্দ্র সরকারের এই ৩টি কৃষক বিরোধী আইনের বিরোধিতা করছেন, তাদের সকলকে এ.আই.কে.এস.সি.সি আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

এ.আই.কে.এস.সি.সি-র এক বিবৃতিতে বুধবার এ খবর জানিয়ে বলা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার পুজিঁপতিবাদ ও একচেটিয়াবাদীদের স্বার্থে কৃষক এবং গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে ভারতের সকল কৃষকের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। হরিয়ানার সিরসায় কৃষকদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও জল কামান প্রয়োগের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি; দাবি করা হয়েছে গ্রেফতার হওয়া সব কৃষক নেতাদের অবিলম্বে মুক্তির। কৃষক আন্দোলনের দেশব্যাপী ধারাবাহিকতার ডাক দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় এনএমসি আইন বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদ দিবস

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি) আইন বাতিলের দাবিতে বুধবার সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের আহ্বানে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। স্বাস্থ্যভবন থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও সর্বস্তরের গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসকরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।১ অক্টোবর থেকেই টানা সাত দিন এই কালা আইনের বিরুদ্ধে 'ন্যাফ এগেইন্সট এনএমসি'-র ডাকে প্রতিবাদ দিবস চলছিল। আজ এর সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম-এর (এসডিএফ) ডাকে সরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস বলেন 'কেন্দ্রীয় সরকার দেশ জুড়ে চিকিৎসক ও মেডিকেল ছাত্র সমাজের তীব্র আন্দোলনকে তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত এবং গনতান্ত্রিক বডি মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে ভেঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন তৈরি করেছে। যার মধ্য দিয়ে তারা কার্যত মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজকেই ত্বরান্বিত করবে। সজলবাবু বলেন, "মানুষকে বাধ্য করা হবে অধিক মূল্য দিয়ে নিম্নমানের চিকিৎসা পরিষেবা কিনতে। মেডিকেল শিক্ষার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। চিকিৎসক সমাজ তার অর্জিত সন্মান ও সামাজিক অবস্থান হারিয়ে ক্রমশ কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দিনমজুরে পরিনত হবে। চিকিৎসক স্বার্থ বিরোধী ও জনস্বার্থ বিরোধী এই কালা আইনের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে বাতিলেরও দাবি জানাচ্ছি। এই দাবিতে আজ প্রতিবাদ দিবসে সামিল হওয়া রাজ্যের চিকিৎসক সমাজকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন।'

রেলের ধাক্কায়

● প্রথম পাতার পর

সঞ্জিত বিশ্বাসের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মিছিল

● প্রথম পাতার পর

উপায়ে আয়োজিত মিছিল সমাবেশে পুলিশের বাধা দানের ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করে দিয়ে কোনভাবেই মূল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয় দফা দাবিতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য তিনি তপশিলি জাতি ভুক্ত সম্প্রদায় সহ অন্যান্য সকল অংশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

মৃতা সুনীতি শীল শর্মার ভাই সুব্রত শীল দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে মামলা দায়ের করে বুধবার। পাশাপাশি এদিন মৃতার ভাই সহ আরো কয়েক জন আত্মীয় দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারের নিকট দেখা করে ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। হত্যাকে আত্মহত্যার ঘটনার মোড় দিতে নতুন নয়। তাই সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত ক্রমে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন।

সার্বজনীন

● প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে শাহীনবাগ আন্দোলনকারীদের আইনজীবী মহমুদ প্রাচা জানিয়েছেন, বিক্ষোভ দেখানোর জন্য একটি সমান নীতি তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। যদি বিক্ষোভ প্রদর্শন শান্তিপূর্ণভাবে হয় তাহলে এর জন্য কোন দিক নির্দেশের প্রয়োজন নেই।প্রসঙ্গত এর আগে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল বিরোধ প্রদর্শন দেখানোর অধিকার রয়েছে কিন্তু অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর অতিক্রম করে নয়।

অরুণাচল প্রদেশ

আটের পাতার পর

এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল, ১৭ মে, ৩০ জুলাই এবং ১২ আগস্ট ভূমিকম্প হয়েছে। এছাড়া, মিজোরাম এবং অসমেও একাধিকবার ভূমিকম্প হয়েছে।

৮৫.০২ শতাংশ

আটের পাতার পর

করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৯,০৭,৮৮৩ (১৩.৪৪ শতাংশ)। তবে, মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিনই অস্বস্তি বাড়াচ্ছে, ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,০৪,৫৫৫-তে পৌঁছেছে।

স্বাস্থ্য কর্মীদের সর্বোত্তম স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য বুধবার দুপুরে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্ম বার্ষীকি উপলক্ষে ফিট স্বাস্থ্য কর্মী প্রচার অনুষ্ঠান এবং এক রেলি করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোর্তিময় দাস এবং কোভিড ১৯ দায়িত্ব প্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ রাজীব সরকার সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। ছবি ও তথ্য- হারাধন দেবনাথ।

ক্রেতা

● প্রথম পাতার পর

প্রধান মনোরঞ্জন দেবনাথের ছেলে একটা বাইক বিক্রি করবে বলে ওএলএক্স এ এড দেয়। সেই বাইকের ছবি পেয়ে ওএলএক্স থেকে নাম্বার সংগ্রহ করে বিশালগড় থানার অন্তর্ভুক্ত নোয়াপাড়া এলাকার নাসির আহমেদ, রাউৎখলা এলাকার রনি ওরফে অশোক সহ তিনজন এদের স্করপিও গাড়ি নিয়ে আগরতলায় বাইকটিকে দেখতে যায়। প্রথমদিন বাইকটিকে দেখে কিভাবে বাইকটিকে ছিনতাই করা যাবে তার পুরোপুরি ছক কষে আসে এবং দ্বিতীয় দিন ওরা তিনজন বাইকটিকে কিনবে বলে ফোন করে খয়েরপুর পল্লীমঙ্গল স্কুলের সামনে বিক্রেতাকে ফোন করে নিয়ে আসে।

বাইক বিক্রেতা ও তার এক বন্ধু একসঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয় এবং ট্রায়াল দেবার কথা বলে বাইকটিতে চড়ে বসে নসু এবং কিছুক্ষণ আসলে পেছনে বসা ছেলেটাকে ধাক্কা মেরে বাইক থেকে ফেলে দিয়ে নসু বাইকটিকে ছিনতাই করে নিয়ে আসে। কিন্তু অপর বাইকে নসুর সহপাঠী রনি ও তার বন্ধু সেখানে দাড়িয়ে বাইক বিক্রেতার গলায় ছুড়ি দিয়ে চিৎকার চেচামেচি না করার জন্য বলে। তাকে মারধর করে সেখানে ফেলে দেয়। অসহায় বাইক বিক্রেতা ছিনতাইকারীরা একটু দুরে গেলে চিৎকার করলেও তখন ছিনতাই বাজরা চলে যায় নাগালের বাইরে। তখন গত সোমবার লেম্বুছরা থানায় এই বিষয়ে একটি মামলা করা হয়েছে। এবং সেই থানা থেকে মোবাইল নাম্বারে দেখতে পায় যেই নাম্বার দিয়ে বাইক টিকে কিনার জন্য বলেছে সেটা ট্রু কলারে নাসির আহমেদ এর নাম্বার এবং বাড়ি বিশালগড় এলাকায়।

তখন বিধায়ক রতন চক্রবর্তীর সহয়তা পেয়ে বিশালগড় থানায় দারস্থ হয় ঐ বিক্রেতা ও তার পরিবার। বিশালগড় থানা এই ব্যপারে যথেষ্ট সহায়তা করে ফোনের পর ফোন করে প্রায় রাত এগরটায় সেই বাইকটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। বাইক বিক্রেতার পিতা যিনি নাকি পুরাতন আগরতলার পাঁচ নাম্বার মন্ডলের পঞ্চায়েত প্রধান মনোরঞ্জন দেবনাথ জানিয়েছেন নাসির আহমেদ উরফে নসুর শ্বশুর বিশালগড় বাইদ্যাদিঘি এলাকার কামাল হোসেন ওনাকে ফোন করে এবং থানাতে নসুর বিরুদ্ধে যেন কোন কেইস না করে।

আর যদি কেইস করে তবে ঐ কেইস থানা থেকে তুলে একটি মিমাংসা পত্র ওনার কাছে দিলে ওনি ওনার জামাতা নসুর কাছ থেকে বাইক টিকে উদ্ধার করে ওনাকে ফিরিয়ে দেবে। তবে বিশালগড় মহকুমা এমনকি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এই ছিনতাইয়ের ঘটনা কিন্তু থেমে নেই। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন একটু চেষ্টা করলেই সেগুলোকে থামিয়ে আনতে পারে।

আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

সঞ্জয় কুন্দু জানিয়েছেন, আত্মহত্যা করার আগে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন অশ্বিনী। তার পর ফিরে এসে বাড়ির প্রার্থনা ঘরে যান। তাঁর স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে তখন বাড়িতেই ছিলেন। তাঁরা নীচের ঘরেই বসে ছিলেন। দীর্ঘ ক্ষণ পেরিয়ে গেলেও অশ্বিনী কুমার নীচে আসছেন না কেন তা দেখতে যান পরিবারের সদস্যরা। তখনই তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। ডিজি আরও জানান, অবসাদে অশ্বনী কুমারের আত্মহত্যার প্রসঙ্গ উঠলেও, তাঁর পরিবার কিন্তু সেই তথ্য খারিজ করে দিয়েছে। ফলে সিবিআইয়ের প্রাক্তন ডিরেক্টরের মৃত্যু নিয়ে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। যদিও সব রকম সম্ভাবনার দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

১৯৭৩ ব্যাচের আইপিএস অফিসার ছিলেন অশ্বিনী কুমার। ২০০৬-০৮ সাল পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশ পুলিশের ডিজি পদে কাজ করেছেন। ২০০৮-এর অগস্টে সিবিআইয়ের ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০১০ পর্যন্ত ওই পদে কর্মরত ছিলেন। ২০১৩-তে নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। অল্প সময়ের জন্য মণিপুরের রাজ্যপালের দায়িত্বও সামলেছিলেন।

গুজরাতে সোহরাবুদ্দিন শেখ ভুয়ো সংঘর্ষ মামলায় যখন সিবিআই অমিত শাহকে গ্রেফতার করেছিল, সে সময় সিবিআইয়ের ডিরেক্টর ছিলেন এই অশ্বিনী কুমার। আরুষি-হেমরাজ হত্যা মামলার তদন্তের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।

বিমানবন্দর

● প্রথম পাতার পর

আনা হয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক যাত্রী বাহি অটোতে তিন জনের অধিক যাত্রী পরিবহন বন্ধ করা হয়েছে। টাউন বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। বিমান যাত্রীরা যেন শহরে যেতে এবং শহর থেকে বিমান বন্দরে আসার ক্ষেত্রে কোন ধরনের অসুবিধা না হয় তাঁর জন্য এইদিন থেকে বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এখন শুধু মাত্র বিমান বন্দর থেকে নাগেরজলা পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। পরবর্তী সময় বিমান বন্দর থেকে রেল ষ্টেশন, চন্দ্রপুর, আখাউরা চেক পোস্ট বাস পরিষেবা চালু করা হবে। গত বছর রাজ্যে ৬ লক্ষ্যের অধিক পর্যটক এসেছে। ১ লক্ষ্যের অধিক বিদেশি পর্যটক এসেছে।

ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় রাজ্য ত্রিপুরা। টুরিস্টরা যেন রাজ্যে আসে তাঁর জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা ট্যুরিজম দপ্তর দফায় দফায় চালু করছে। রাজ্যে পর্যটক আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবকিছু ঠিক ঠাক থাকলে আগামি মার্চ মাসের মধ্যে এমবিবি বিমান বন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নিত করা হবে। এতে করে বিমান যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে বলে আসা ব্যক্ত করেন পরিবহন মন্ত্রী। বিমান যোগাযোগের প্রসার ঘটলে যাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। বিমান যাত্রীরা সঠিক ভাবে পরিষেবা যেন পায় তাঁর ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। সহসাই মিটার অটো পরিষেবা চালু করা হবে। যাত্রীদের সঠিক পরিষেবা দিতে সরকার বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি।

হারানো বিজ্ঞপ্তি

গত ০২/১০/২০২০ ইং আমার TNC (GNM) এর এডমিট, মার্কশিট গুলি হারানো গিয়াছে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করলে উপকৃত হবো।
কৃষ্ণ গোপাল দেবনাথ
পিতাঃ- সমির দেবনাথ বিশালগড়, নারাউড়া সিপাহিজালা, ত্রিপুরা।

অঙ্গন

গত চল্লিশ বছরে এমনটা হয়নি রিয়ালে

রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের কাছে অনুভূতিটা একটু অন্যরকম হওয়ারই কথা। মোটামুটি সব সময় তাঁরা দেখে এসেছেন, দলবদলের বাজারে তাঁদের প্রিয় ক্লাব বরাবরই থাকে সক্রিয়। বড় বড় দলগুলোও সবাইকে অবাক করে মেরে দেয় তারাই। প্রথম 'গ্যালাকটিকোস' যুগে দলে জিনেদিন জিদান, রোনালদো, লুইস ফিগো, মাইকেল ওয়েন, ডেভিড বেকহাম, রবার্তো কার্লোসের মতো তারকাদের আগমন থেকে শুরু করে দ্বিতীয় 'গ্যালাকটিকোস' আমলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, কাকা, করিম বেনজেমাদের আসা কিংবা অন্যান্য বছরেও দেখা গেছে বড় যেকোনো তারকাকে দলে ভেড়াচ্ছে বিশ্বের অন্যতম সেরা এই ক্লাব।

কিন্তু এবার? করোনাভাইরাসের প্রকোপে রিয়াল মাদ্রিদও খেলোয়াড় কেনার ব্যাপারে হয়েছে সাবধানী। এর মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা কাটাতে যেখানে বেশ ক''বার খেলোয়াড়দের বেতন কমিয়েছে ক্লাব, এমন পরিস্থিতিতে কী খেলোয়াড় কেনা যায়? কিনলে হয়তো অসন্তুষ্টই হতেন রামোস, বেনজেমারা, সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজকে রেগেমেগে হয়তো বলতেন, 'আমাদের যেখানে বেতন কমাচ্ছেন, সেখানে টাকা খরচ করে নতুন খেলোয়াড় আনছেন কীভাবে?'

পেরেজ তাই সেই বিড়ম্বনায় যাননি এবার। রাগিয়ে দেননি দলে থাকা খেলোয়াড়দের। চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল, বায়ার্নের মতো বড় বড় ক্লাবগুলো যেখানে একের পর এক খেলোয়াড় কিনে দলের শক্তি বাড়িয়েছে, রিয়াল সেখানে ছিল দর্শকের ভূমিকায়। অথচ করোনাভাইরাস না থাকলে হয়তো কিলিয়ান এমবাপ্পে, আর্লিং হরলান্ড কিংবা এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার মতো তারকাদের দিকে হাত বাড়াতো তারা।

এমনটা শেষ কবে হয়েছে? পরিসংখ্যান বলছে, সেই ১৯৮০ সালে সর্বশেষ কাউকে না কিনে থেকেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এর পর কেটে গেছে চার দশক। এই সময়ে প্রত্যেক বছরেই কাউকে না কাউকে কিনে দল ভারী করেছেন রিয়াল।

সেবার রিয়াল কেন খেলোয়াড় কেনেনি? আর্থিক সমস্যায় পড়েছিল দলটা। রিয়াল মাদ্রিদ আর আর্থিক সমস্যা, এই দুটো ব্যাপার একই সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে, এমনটা এখন ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগলেও, তখন ঘটনাটা তেমনই ছিল। রিয়ালের দ্বাদশ সভাপতি লুইস দে কার্লোস তখন দায়িত্বে। সেবার মূল দলের শক্তি বাড়ানোর জন্য যুবদল কাস্তিয়ার দিকে হাত বাড়িয়েছিল রিয়াল। রিকার্দো গায়েগো, অগুস্তিন রদ্রিগেজ সান্তিয়াগো, পিনিয়েদা গার্সিয়া সবাই এসেছিলেন যুবদল থেকে।

৮০'তে শিরোপাহীন থাকতে হয়েছিল রিয়ালকে। লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সোসিয়েদাদ, তাঁদের পেছনে থেকে লিগ শেষ করেছিল রিয়াল। বার্সেলোনা হয়েছিল পঞ্চম। কোপা দেল রে'তে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিয়েছিল রিয়াল, স্পোর্তিং গিহনের কাছে হেরে। তবে সুযোগ এসেছিল ইউরোপিয়ান কাপ জয়ের। শেষমেশ ফাইনালে লিভারপুলের কাছে হেরে শিরোপাস্বপ্নের জলাঞ্জলি দিতে হয় তাঁদের। চল্লিশ বছর আগের ভাগ্য এবারও বরণ করতে হোক, সেটা অবশ্যই চাইবে না রিয়াল!

মেসিদের কাঁদানো সেই খেলোয়াড়ের বেকারত্ব ঘুচল

সেই ফাইনালের পর কেটে গেছে অর্ধযুগ। তখন খেলতেন বায়ার্ন মিউনিখের মতো ক্লাবে, বিশ্বের অন্যতম প্রতিভাবান খেলোয়াড় হিসেবে মানা হতো তাঁকে। ডাকা হতো ''জার্মান মেসি'' বলে। এরপর এল সেই বিশ্বকাপ ফাইনাল। আসল মেসির বিপক্ষে নামলেন জার্মান মেসি। কিস্তিমাত করলেন তিনিই। ফাইনালে গোল করার পর কাঁদালেন বিশ্বজোড়া আর্জেন্টাইন ভক্তদের। মারিও গোটসাকে নিয়ে মাতামাতি শুরু হলো আরও বহুগুণ। সে-ই শেষ। এরপর গোটসার ক্যারিয়ার গ্রাফটা নিম্নমুখী। বায়ার্ন ছেড়ে সাবেক ক্লাব ডর্টমুন্ডে গেলেন, সেখানেও কল্কে পেলেন না। অবশেষে শেষ হয়ে গেল ডর্টমুন্ডের সঙ্গে চুক্তিও। চুক্তি শেষের পর বেকার সময় কাটাচ্ছিলেন। অবশেষে সেই বেকারত্ব ঘুচেছে। এককালে এমন দুর্দান্ত খেলা এই খেলোয়াড়কে চুক্তি শেষের পর কোনো বড় ক্লাব বিনা মূল্যেও নিতে চায়নি। শেষমেশ ''ত্রাতা''র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ডাচ ক্লাব পিএসভি আইন্দহফেন।

পিএসভির সঙ্গে গোটসার চুক্তিটা দুই বছরের। গোটসা নিজে যদিও বলেছেন, অনেক ক্লাবই চেয়েছিল তাঁকে। তবে তিনি বেছে নিয়েছেন পিএসভি আইন্দহফেনকে, "এই গ্রীষ্মে অনেক ক্লাবের হয়ে খেলার জন্যই প্রস্তাব পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি অনুভূতিকে গুরুত্ব দিই, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিই। ভিন্ন ধরনের একটা চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আমি। আমি আত্মবিশ্বাসী, ডাচ ফুটবলের সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই মানিয়ে নিতে পারব।"

আমি এই সময়টায় নিয়মিত অনুশীলন করেছি, নিজেকে নতুন রোমাঞ্চের জন্য প্রস্তুত করেছি, ফিট রেখেছি। আমার নতুন সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মুখিয়ে আছি। সামনের ম্যাচগুলোর জন্য মুখিয়ে আছিবরুসিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে আলো ছড়ানোর পর গোটসার ওপর নজর পড়ে বায়ার্ন মিউনিখের। পেপ গার্দিওলা কোচ হয়েই দলে নিয়ে এসেছিলেন গোটসাকে। গোটা ক্যারিয়ারেই বিভিন্ন চোটের সঙ্গে যুঝতে থাকা গোটসা বায়ার্নের মূল তারকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। ফিরেছিলেন ডর্টমুন্ডে। সেখানেও একই কাহিনি।

দুই বছর মন কষাকষির পর কথা হবে রোনালদো আর রামোসের

সময়টা কম নয়, পুরো নয় বছর। এই সময়ে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে এক সঙ্গে কত ম্যাচই না খেলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও সার্জিও রামোস। নিচে রক্ষণভাগের নেতৃত্ব দিয়েছেন রামোস আর ওপরে গোলের পর গোল করে গেছেন রোনালদো। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁরা রিয়ালকে জিতিয়েছেন, সঙ্গী হয়েছেন অনেক ব্যর্থতারও। কিন্তু রোনালদোর রিয়াল ছাড়ার পর মাঝের এই সময়ে এখন পর্যন্ত কথা হয়নি দুজনার। এমনটাই দাবি রিয়াল মাদ্রিদ ভিত্তিক দৈনিক মার্কার। অবশেষে প্রায় দুই বছর আজ নীরবতা ভাঙতে যাচ্ছে দুজনার। আজ রাতে পর্তুগালের লিসবনে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে পর্তুগাল ও স্পেন। সেখানেই হতে পারে দুজনের ভাব বিনিময়। রোনালদো নেতৃত্ব দেবেন পর্তুগালের আর রামোস স্পেনের অধিনায়ক। নিশ্চয় রিয়াল মাদ্রিদে সাবেক এই দুই সতীর্থ আজ দেশের জন্য একে অপরের ব্যর্থতা কামনা করেই মাঠে নামবেন। যেমনটা হয়েছিল ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে সোচিতে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ম্যাচের স্বীকৃতি পেয়েছে সে ম্যাচটি। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচ শেষ পর্যন্ত হয় ৩-৩ গোলে ড্র, শেষ মুহূর্তে রোনালদোর দারুণ ফ্রি-কিকে করেন হ্যাটট্রিক। ওই বিশ্বকাপ থেকে ফিরেই জুলাইয়ে রিয়াল ছেড়ে জুভেন্টাসে যোগ দেন রোনালদো। তবুও রিয়ালের ড্রেসিংরুমে পর্তুগিজ যুবরাজকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হতো। কিন্তু রামোসের সঙ্গে রোনালদোর সম্পর্ক অতটা উষ্ণ আর থাকেনি বলে জানাচ্ছে মার্কা। রিয়ালের হাঁড়ির খবর জানাতে বিশ্বস্ত পত্রিকাটি লিখেছে, এই দূরত্বের সূত্রপাত ২০১৮ সালে লুকা মদরিচ বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার ব্যালন ডি'অর জেতায়।

জুভেন্টাসে যাওয়ার আগে রিয়ালকে টানা তৃতীয় চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানোয় সেবার বর্ষসেরার পুরস্কারের দৌড়ে ছিলেন রোনালদোও। কিন্তু রিয়ালের সে দলের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার পাশাপাশি রাশিয়া বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়াকে রানার্সআপও করেন মদরিচ। যেখানে রোনালদোর পর্তুগাল বিদায় নেয় শেষ ষোলোতে। সে বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের গোল্ডেন বল পুরস্কারও জেতেন ক্রোয়েশিয়ার মিডফিল্ডার। বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারও তাই ওঠে মদরিচের হাতে। ব্যালন ডি'অরের মঞ্চে মেসি-রোনালদোর দশ বছরের দ্বৈধাতিপত্য' ভেঙে দেন। কিন্তু সাবেক সতীর্থের সাফল্যের বিষয়টি ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি রোনালদো। পুরস্কারের মঞ্চে সেদিন যাননি। এরপর থেকেই রামোস আর রোনালদোর কথা নেই, দেখাও নেই।রোনালদো অবশ্য গত মৌসুমেও রিয়ালের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল-বার্সার এল ক্লাসিকো দেখতে আসেন। সেদিনও কথা বা দেখা হয়নি রোনালদো-রামোসের? মার্কা জানাচ্ছে, হয়নি। পত্রিকাটি লিখেছে, রিয়ালের ২-০ গোলে জেতা সেই ম্যাচে রোনালদো মাঠে দেখতে ঢোকেন খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর। আর স্টেডিয়াম ছেড়ে যান খেলা শেষ হওয়ার

মেসির সতীর্থের প্রশ্ন, বাংলাদেশে ফুটবল শুরু হবে কবে?

ঢাকায় আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সাবেক স্ট্রাইকার হার্নান বার্কোসের সময় যেন কাটছেই না। মাঠে খেলা না থাকলে কোন খেলোয়াড়েরই বা ভালো লাগে! বসুন্ধরা কিংসের এই ফরোয়ার্ড হতাশা প্রকাশ করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে। সেখানে জানতে চেয়েছেন, বাংলাদেশের খেলা শুরু হবে কবে?

বার্কোসের নামটি শুনলেই ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ফিরে তাকান অনেকেই। স্মৃতি থেকে বের হয়ে আসে একের পর উদ্‌যাপনের ছবি। এএফসি কাপে মালদ্বীপের টিসি স্পোর্টসের বিপক্ষে ৫-১ গোলে জিতেছিল বসুন্ধরা কিংস। বড় জয়ের ম্যাচে এক হালি গোলে বাংলাদেশের ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল এই আর্জেন্টাইনের। কিন্তু একদিকে বার্কোসে গোলের মেলা দেখিয়ে দেশের ফুটবলপ্রেমীদের লোভ বাড়িয়ে দিলেন, অন্যদিকে সে সময়ই করোনার কারণে ফুটবল বন্ধ। করোনার পরের সময়ে অনেক দেশের খেলা শুরু হয়ে গেলেও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। যদিও বাফুফের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ডিসেম্বরে শুরু হবে খেলা। তা-ও তো আরও দুই মাসের অপেক্ষা।

অথচ ছুটি কাটিয়ে গত মাসে ঢাকায় পা রেখে দলের সঙ্গে টানা অনুশীলন করে যাচ্ছেন লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা দলের সাবেক সতীর্থ। কিন্তু যে খেলার জন্য অনুশীলন, সেই খেলায় যদি না থাকে, তাহলে আর অনুশীলন কেন? ফেসবুকে সে অসহায় ক্ষোভ জানিয়েছেন বার্কোসে, 'আদৌ কি একদিন বাংলাদেশে ফুটবল ফিরবে? নাকি আমরা শুধু অনুশীলনই করে যাব?'

তাঁর পোস্টে অনেক মন্তব্যই এসেছে। এর মধ্যে একজন বার্কোসেকে ভালোবাসার কথা জানিয়ে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন, 'বার্কোসে আমরা জানি না কবে বাংলাদেশে ফুটবল ফিরবে।

কিন্তু তুমি তো জানো আমরা তোমাকে কতটা ভালোবাসি। বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে তুমি বড় একজন তারকা। ধৈর্য ধরে এখানে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করছি। আশা করি আমরা আবারও এক সঙ্গে স্টেডিয়ামে গর্জন তুলব।'

টিসি স্পোর্টসকে দুমড়েমুচড়ে দিয়ে এবারের এএফসি কাপে দুর্দান্ত শুরু করেছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা। কিন্তু করোনার কারণে এরপর স্থগিত হয়ে যায় টুর্নামেন্টটি। এই অক্টোবরেই আবার পুনরায় শুরু হওয়ার কথা ছিল টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচ। সে জন্য নতুন দুই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রবসন রবিনিও ও জোনাথন ফার্নান্দেজের সঙ্গে গত ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ফিরেন বার্কোসে।

কিন্তু ভেন্যু জটিলতায় শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয় টুর্নামেন্টটি। দুই ব্রাজিলিয়ানের সঙ্গে আগামী মৌসুম পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও বার্কোসের সঙ্গে বর্তমান চুক্তি শেষ হয়ে যাবে ডিসেম্বরে। প্রথমে জানা যায় চুক্তি নবায়ন করে ২০২১ সাল পর্যন্ত বসুন্ধরায় থাকার সম্মতি দিয়েছেন বার্কোসে।

কিন্তু বার্কোসের ব্রাজিলিয়ান স্ত্রী জিউলি সন্তানসম্ভবা হওয়ায় এখন তিনি বাংলাদেশে থাকতে চাইছেন না।

NOTICE

Three nos. item are kept un-used after renovation of the existing FSL building/purchase of new one. The items will be auctioned out on 12/ 10/2020 at 03.00pm in the office of the undersigned as per rate fixed by the Housing Board/Auction Committee member as is where is condition. Anybody interested to purchase may participate in the auction process.

A copy of Notice regarding auction be obtained free of cost or details will be available in this office on any working day from 10am to 5.30pm / WWW. sfsl.tripura.gov.in

ICA/C-1783/2020-21

(Dr. H.K. Pratiharia)
Director State FSL, Tripura

সন্ধান চাই

পাশের ছবিটি শ্রীমতি সুমিত্রা সরকার (নমঃ) স্বামী- শ্রী বিপ্লব নমঃ, সাং- আড়ালিয়া চৈতালী পাড়া, থানা-পূর্ব আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- ২৩ বছর, উচ্চতা ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- শ্যামলা, পরনে- শাড়ী, গত ৩-১০-২০২০ ইং তারিখ আনুমানিক সকাল ১০ টার সময় কাউকে কোনো কিছু না বলে বাড়ি হইতে বাহির হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। বহু জায়গায় খোঁজাখোঁজি করার পরও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোনো তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ০৩৩৮১-২৩২৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা- ০৩৮১-২৩২৪৯১৮

ICA/D-615/20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 09/NieT/F.E-KI,1)/1)W1) WWS)/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ 1"I'AADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD, who has experience in execution of laying GI pipe with flange not less than 100 mm dia work up to 3.00 P.M. on 22/10/2020 for the following work:-

SI. No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No:67/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 26,19,797.00	Rs. 26198.00	180 days	Rs. 1000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 22/10/2020 up to 15:00 hrs
Time and date of opening of bid: 22/10/2020 at 16:00 hrs
Document downloading and biding at application: https:Ltriptiratenders.gov.in
Class of bidder: Appropriate Class All details are available in the https://tripuratenders.aov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL HE CONDUlaul WITH THE LOSET BIDDER
ICA/C-1774/202-21

(ER. GOPI MAZUMDER)
Executive Enineer DWS Divion Kalyanpur
Khowai Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/35/2020-21 dated 05/10/2020

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'GoZiernor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 20/10/2020.

SI No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/ AGT/38/2020-21	Rs-502679.00	Rs-5027.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding 's on 20/10/2020 and opening of bid at 3.30 PM on 20/10/2020, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
For and on behalf of the Governor of Tripura
ICA/C-1778/2020-21

(DHRUBPRADHA DEBNATH)
Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD ;Buildings), Agartala, West Tripura

বুধবার মহিলা মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত সাংগঠনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-নিজস্ব।

রাজ্যে এনলিস্টমেন্ট অব কন্ট্রাক্টরস রুলস সংশোধিত, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় পূর্ত দপ্তরের অধীনে এনলিস্টমেন্ট অব কন্ট্র্যাক্টরস রুলস সংশোধন করা হয়েছে। গত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই রুলস সংশোধন করা হয়েছে বলে আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি জানান, ২০০৭ সালে সর্বশেষ এই রুলস সংশোধন করা হয়েছিল। এই রুলস সংশোধন করার ফলে সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কাজের গুণগতমান যেমন বাড়বে, তেমনি পরিকাঠামোগেত ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যাবে।এদিন তিনি বলেন, বড় ধরনের কাজের ক্ষেত্রে এতদিন বিল্ডিং নির্মাণের পরে লিফট, এয়ার কন্ডিশনিং, ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন, ফায়ার প্রোটেকশন ইত্যাদির আলাদা আলাদা টেন্ডার করা হত। কিন্তু বর্তমানে একটা টেন্ডারের মাধ্যমেই একটি বিল্ডিং-এর সব ধরনের কাজ সম্পন্ন করা যাবে। তাতে নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই সংশোধনীতে আরও বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

তাঁর কথায়, পূর্ত দপ্তরের এনলিস্টমেন্ট রুলস অব কন্ট্রাক্টরস-২০০৭-এ ঠিকাদারদের ৬টি শ্রেণী ছিল। শ্রেণীগুলি হলো I– I– IV(A), IV(B) এবং শ্রেণী ঝ। বর্তমানে সংশোধনীর মাধ্যমে।(Composite) ও (Composite) নামে দুটি নতুন শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে টেন্ডারিং লিমিটও বাড়ানো হয়েছে নতুন সংশোধনীতে।

এক্ষেত্রে নতুন শ্রেণী।(Composite)-এ টেন্ডারিং ভেল্যু আনলিমিটেড রাখা হয়েছে। ক্লাস -।র ক্ষেত্রেও আনলিমিটেড রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, শ্রেণী I(Composite) এর টেন্ডারিং ভেল্যু ৬ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। শ্রেণী I-এর ক্ষেত্রে আগে ছিল ৪ কোটি টাকা। এখন ৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। শ্রেণী।।-তে আড়াই কোটি থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি, শ্রেণী জ্ব(A)-তে ১ কোটি ২৫ লক্ষ থেকে দেড় কোটি, শ্রেণী IV(B) তে ৭৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি, শ্রেণী ঝ-এ ৪০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টেন্ডারিং ভেন্যু করা হয়েছে। নতুন সংশোধনীতে দুটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ঠিকাদারদের মধ্যে পার্টনারশিপ করেও কাজ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও নীচের শ্রেণী থেকে উপরের শ্রেণী-তে আপগ্রেডেশনের ব্যবস্থা রয়েছে, জানান শিক্ষামন্ত্রী।

শোপিয়ান-এনকাউন্টারে নিকেশ দু''জন জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

শ্রীনগর, ৭ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সন্ত্রাস-নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার সুগান এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু''জন জঙ্গি। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে শোপিয়ান জেলার জাইনাপোরা সুগান এলাকায় যৌথ অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর, সিআরপিএফ এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন লুকিয়ে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের নিশানা করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। পুলিশের পক্ষ থেকে জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু, সন্ত্রাসীরা গুলি চালাতে থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত চলতে থাকে অভিযান। পরে রাতের অন্ধকারের জন্য অভিযান বন্ধ রক্ষা হয়। এরপর বুধবার ভোর থেকে পুনরায় শুরু হয় সন্ত্রাসবাদী-নিকেশ অভিযান। বুধবার ভোরে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পরই এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু''জন জঙ্গি। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

২৪ ঘন্টায় প্রায় ১২ লক্ষ করোনা-টেস্ট, ভারতে সুস্থতা বেড়ে ৮৫.০২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮.২২ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮,২২,৭১,৬৫৪-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১.৯৯ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ অক্টোবর (মঙ্গলবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৯৯,৮৫৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৮,২২,৭১,৬৫৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। মারণ করোনাকে পরাজিত করে ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে মোট আক্রান্তের (৬৭,৫৭,১৩২) ৮৫.০২ শতাংশ

ছয়ের পাতায় দেখুন

৬৭-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,০৪,৫৫৫ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রকোপ ভারতে বেড়েই চলেছে। ভারতে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬৭-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬৭,৫৭,১৩২-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৯৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৭২,০৪৯ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৪,৫৫৫ জন এবং মোট সংক্রমিত ৬৭,৫৭,১৩২ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৭,৪৪,৬৯৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ০৭ হাজার ৮৮৩।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ১,০৪,৫৫৫ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬,০৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ২০ জন, অসমে ৭৭৮ জন, বিহারে ৯২৫ জনের, চণ্ডীগড়ে ১৮০ জন, ছত্তিশগড়ে ১১০৪ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,৫৮১ জনের, গোয়া ৪৬৮ জন, গুজরাটে ৩,৫১৯ জনের, হরিয়ানায় ১,৫০৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২২৯ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,২৬৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৭৫৭ জনের, কর্ণাটকে ৯,৪৬১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৮৮৪ জন, লাদাখে ৬১ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,৪৮৮ জন, মহারাষ্ট্রে ৩৮,৭১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৭৮ জন, মেঘালয়ে ৬০ জন, নাগাল্যান্ডে ১৭ জন, ওড়িশায় ৯৪০ জনের, পুদুচেরিতে ৫৪৬ জন, পঞ্জাবে ৩,৬৭৯ জন, রাজস্থানে ১,৫৭৪ জনের, সিকিমে ৪৯ জন, তামিলনাড়ুতে ৯,৯১৭ জন, তেলেঙ্গানায় ১,১৮৯ জন, ত্রিপুরায় ৩০১ জন, উত্তরাখণ্ডে ৬৭৭ জন, উত্তর প্রদেশে ৬,১৫৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫,৩১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫৫ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৮৫.০২ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ১৩.৪৪ শতাংশ মানুষ।

ফের রক্ত ঝরল আফগানিস্তানে, কাপিসায় বিস্ফোরণে মৃত্যু ৩ জনের

কাবুল, ৭ অক্টোবর (হি.স.): ফের রক্তাক্ত হল আফগানিস্তান। এবার আফগানিস্তানের কাপিসা প্রদেশে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৩ জন সাধারণ নাগরিক। মৃত ৩ জনের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। বুধবার সকালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কাপিসা প্রদেশের তাগাব জেলায়, রাস্তার ধরে পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন একজন মহিলা-সহ ৩ জন সাধারণ নাগরিক।

প্রাদেশিক পুলিশ প্রধানের মুখপাত্র শায়েক শোরেশ জানিয়েছেন, বুধবার সকালে কাপিসা প্রদেশের তাগাব জেলায়, রাস্তার ধরে পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ হয়। একটি গাড়ি ল্যান্ডমাইন স্পর্শ করা মাত্রই বিস্ফোরণ হয়, বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন একজন মহিলা-সহ ৩ জন সাধারণ নাগরিক। শোরেশ জানিয়েছেন, সম্ভবত তালিবান জঙ্গিরাই ল্যান্ডমাইন পুঁতে রেখেছিল।

এর আগে, মঙ্গলবার রাতে আফগানিস্তানের হেলমন্দ প্রদেশের নাহর-ই-সারাজ জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর চেক-পয়েন্টে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারান দু''জন আফগান সৈনিক। এছাড়াও ৩ জন সৈনিক জখম হয়েছিলেন। তালিবান-সহ কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনি।

ভূমিকম্পে কাঁপল মণিপুর ও অরুণাচল প্রদেশ

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুই রাজ্য আজ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে। বুধবার ভোরের দিকে মণিপুরে এবং সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে অরুণাচল প্রদেশে ভূকম্প অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির রিপোর্ট অনুযায়ী, মণিপুরের উখরুলে ভোর রাত ৩টা ৩২ মিনিটে ভূমিকম্প হয়েছে। তেমনি সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে অরুণাচল প্রদেশের পেঞ্জিনেও অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্প।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি-র রিপোর্ট জানিয়েছে, মণিপুরের উখরুলে ভূমিকম্পে রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৪.৩। উখরুলের শিরুই থেকে ২২ কিমি উত্তরে ভূগর্ভের ১০ কিমি গভীরে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছে। এদিকে অরুণাচল প্রদেশের পেঞ্জিনে রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৪.৬ রেকর্ড হয়েছে। পেঞ্জিন থেকে ৯৫৯ কিমি উত্তরে ভূগর্ভের ১০ কিমি গভীরে ওই কম্পনের উৎপত্তি হয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে ঘন ঘন ভূকম্প হচ্ছে। মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশে গত কয়েক মাসে একাধিকবার ভূকম্প অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির রিপোর্ট অনুযায়ী, মণিপুরে গত ১১ মে, ২৫ মে, ২৮ জুন, ৭ আগস্ট, ১১ অগাস্ট এবং ৩১ আগস্ট ভূমিকম্প হয়েছে। তেমনি অরুণাচল প্রদেশে গত ৭

ছয়ের পাতায় দেখুন

ফের ধাক্কা খেল বিজেপি, এলজেপি-তে যোগ দিলেন উষা বিদ্যার্থী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের ধাক্কা খেল বিজেপি। এবার বিজেপির সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)-তে যোগ দিলেন বিহারের বিজেপি নেত্রী তথা প্রাক্তন বিধায়ক ডা. উষা বিদ্যার্থী। বুধবার দিল্লিতে এলজেপি প্রধান চিরাগ পাসওয়ানের উপস্থিতিতে এলজেপি-তে যোগ দিয়েছেন উষা বিদ্যার্থী।

মঙ্গলবারই বিজেপি-ছেড়ে এলজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন বিহার বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি রাজেন্দ্র সিং। পরবর্তী দিন, বুধবার বিজেপিকে জোর ধাক্কা দিলেন পাটনার পালিগঞ্জ বিধানসভা আসনের প্রাক্তন বিধায়ক ডা. উষা বিদ্যার্থী। প্রাক্তন বিধায়ক ছাড়াও বিহার রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যাও উষা দেবী। এলজেপি-তে তিনি যোগ দেওয়ার পর বিহারের রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে, তাহলে কী এবার পাটনার পালিগঞ্জ বিধানসভা আসনের প্রার্থী করা হবে উষাদেবীকে? যথা সময়েই এই প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে।

কোভিড -১৯ এর যথাযথ ব্যবহারের জন্য 'জন আন্দোলন' চালু করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ ই অক্টোবর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আগামীকাল ৮ ই অক্টোবর ২০২০, কোভিড -১৯ এর যথাযথ ব্যবহারের জন্য একটি টুইট এর মধ্য দিয়ে 'জন আন্দোলন' -এর প্রচার শুরু করবেন। এই অভিযানটি শুরু করা হবে মূলত আসন্ন উৎসব ও শীত মরশুমের পাশাপাশি অর্থনীতির উদঘাটনকে সামনে রেখে চালু করা হবে।জনগণের অংশগ্রহণ (জন আন্দোলন) কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই অভিযানটি চালু করা হবে। এর মূল বার্তা হল 'মাস্ক পরা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং হাত পরিস্কার রাখা' প্রত্যেকে একটি কভিড -১৯ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি একত্রিত ভাবে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করবে: উচ্চ কেস লোড জেলাগুলিতে অঞ্চল-নির্দিষ্ট লক্ষ্যযুক্ত যোগাযোগ করা।প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছানোর জন্য সহজ এবং সরল বার্তা। সমস্ত মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দেশজুড়ে প্রচার। সরকারী স্থানে ব্যানার ও পোস্টার লাগানো; ফ্রন্টলাইনের কর্মী এবং সরকারী প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করা। সরকারী স্থানে হোর্ডিং/ওয়াল পেইন্টিং/ বৈদ্যুতিন ডিসপ্লে বোর্ড লাগানো। বার্তাটি প্রচার করতে স্থানীয় এবং জাতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া। নিয়মিত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মোবাইল ভ্যান চালানো। অডিও বার্তা; সচেতনতা সম্পর্কিত লিফলেট / ব্রোশিওর দেওয়া। কভিড বার্তা প্রচারের জন্য স্থানীয় কেবল অপারেটরদের সমর্থন চাওয়া ।কার্যকরী প্রচার এবং প্রভাবের জন্য প্ল্যাটফর্ম জুড়ে সমন্বিত মিডিয়া প্রচার।

সরকারি সুবিধা দিয়ে পরিবারকে দলদাসে পরিণত করত পূর্বতন সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। বুধবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে প্রদেশ মহিলা মোর্চার কার্যকারিণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশ মহিলা মোর্চার কার্যকারিণী বৈঠকের সুচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা, বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক মন্ত্রী ফনিন্দ্র নাথ শর্মা, প্রদেশ বিজেপির সহসভানেত্রী তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, প্রদেশ বিজেপির সাধারন সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা। এইদিনের বৈঠকে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন পূর্বতন সরকারের সময় কোন পরিবারকে কোন ধরনের সরকারি সুবিধা প্রদান করা হলে সেই পরিবারকে দলদাসে পরিণত করা হত। যদি কোন পরিবারকে বিপিএল কার্ড প্রদান করা হত তবে ঐ পরিবারকে গোলামে পরিণত করা হত। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোন পরিবার একাধিক সরকারি সুবিধা পাওয়ার পরও বলছে কোন কিছু পায়নি। কারন জন জাগরণ নেই। মহিলাদের অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়ে থাকে। তা কার্যকর করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মহিলা সাংসদ রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে ভারতবর্ষের সব চাইতে গুরুত্ব পূর্ত মন্ত্রণালয় গুলিতে মহিলাদের স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রয়াত সুষমা স্বরাজ পারদর্শী মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে প্রতিরক্ষা থেকে অর্থ মন্ত্রক সামলাচ্ছেন নির্মলা সিতা রমণ। মহিলা শিশু বিকাশ, মানব সম্পদ ও টেক্সটাইল মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন স্মৃতি ইরানী। গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সামলাচ্ছেন এবং সামলেছেন। মহিলা স্ব-শক্তি করণে কাজ করছে প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বিষয়ে দলীয় কর্মীদের জানতে হবে। তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।এইদিনের কার্যকারিণী বৈঠকে প্রদেশ মহিলা মোর্চার সকল সদস্যাদের পাশাপাশি মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ছাড়াও আলোচনা করেন বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক মন্ত্রী ফনিন্দ্র নাথ শর্মা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা সহ অন্যান্যরা।

১৮ বেড়ে ওড়িশায় মৃত্যু ৯৫৮ জনের, করোনা-আক্রান্ত ২,৪০,৯৯৮

ভুবনেশ্বর, ৭ অক্টোবর (হি.স.): ওড়িশায় করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ২,৯৯৫ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৪০,৯৯৮। মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত, রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৮ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৫৮। সুস্থতার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে ওড়িশায়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,১০,২১৭ জন।

বুধবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ২,৯৯৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৪০,৯৯৮। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৯,৭৭০ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২,১০,২১৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৮ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৯৫৮-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় সুস্থ হয়েছেন ৩,৮১৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক খোর্দা জেলায়, সেখানে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬৮ জন, কটকে ১৬৬ জন, পুরীতে ১৪৫ জন, আঙ্গুলে ১৪২ জন, সম্বলপুরে ১৩৮ জন, কেন্দ্রাপাড়ায় ১৩৫ জন, বালেশ্বরে ১২১ জন এবং সুন্দরগড় জেলায় সংক্রমিত হয়েছেন ১০১ জন।

কদমতলায় কৃষিবিলের সমর্থনে র্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৭ অক্টোবর।। গোটা রাজ্যের সাথে উত্তরের কদমতলা মন্ডলের উদ্যোগে কৃষি বিলের সমর্থনে আজ এক অভিনন্দন বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।বিরোধীদলের নেতা কর্মীরা বিরোধিতা করছেন নতুন কৃষি বিলের। বিরোধী দলের বক্তব্য নতুন কৃষি বিলে কৃষকরা মার খাবে।সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন নতুন কৃষি বিল লাগু হওয়ার পর থেকে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং কৃষকরা সরাসরি তাদের উৎপাদিত ফসলের মূল্য পাবে।সেই কৃষি বিলের সমর্থনে আজ কদমতলা মন্ডলের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে রেলি করে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা জড়ো হন কদমতলা তহসিল অফিস সংলগ্ন এলাকায়। সেখান থেকে কদমতলা বাজারের বিভিন্ন এলাকায় বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে পরিক্রমা করেন।প্রায় ৫ হাজারের অধিক বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ছিলেন আজকের এই অভিনন্দন বর্ণাঢ্য পদযাত্রায়। নেতৃত্বে ছিলেন কদমতলা মন্ডল সভাপতি রাজা ধর,মন্ডল সম্পাদক অমিতাভ নাথ, কদমতলা ব্লক চেয়ারম্যান সুব্রত দেব,ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষণ দাস সহ মন্ডলের বিভিন্ন পদাধিকারীগন এবং দলের কর্মী সমর্থকরা। পাশাপাশি বর্ণাঢ্য পদযাত্রার পর এক সাক্ষাৎকারে মন্ডল সভাপতি রাজা ধর জানান, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক যতগুলো প্রকল্প আসবে সেই সকল প্রকল্পের সমর্থন জানিয়ে কদমতলা মন্ডলের সকল কার্যকর্তাগন এইভাবে সমর্থন জানাবেন।

উরি সেক্টরে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন, পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত ভারতের

শ্রীনগর, ৭ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে ফের হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বুধবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার উরি সেক্টরে, নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে হামলার যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এদিনের পাক হামলায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিনার কর্পস জানিয়েছে, বুধবার সকালে বারামুল্লা জেলার উরি সেক্টরে, নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনা।

প্রতিমা তৈরিতে নজির গড়ছেন এক মৃৎশিল্পী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ অক্টোবর।। হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকদিন বাকি এরপরই শুরু হয়ে যাবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসব। আর এই শারোদৎসব কে কেন্দ্র করে পাল পাড়ার মৃৎ শিল্পীদের পাশাপাশি এবছর ব্যতিক্রমী চিত্র লক্ষ্য করা গেল তেলিয়ামুড়া মহকুমার সুখান্ত পল্লীর ঋষি পাড়ায়। রতন ঋষি দাস ও মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী রূপ দিতে ব্যস্ত।

জানা যায়, বিগত তিন (৩) বছর ধরে মৃৎশিল্পী রতন ঋষি দাস বিভিন্ন পূজার প্রতিমা তৈরি করে আসছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মৃৎশিল্পী রতন ঋষি দাস সেই কাক ভোরে থেকে প্রতিনিয়ত প্রতিমা তৈরির কাজ করে চলেছেন। বিশেষ করে লাভ এবং ক্ষতি কথা উপলব্ধি না করে রতন ঋষি দাসের এই প্রচেষ্টা। তবে লাভের অংশ তো থাকবেই এটাও সত্য। রতন ঋষি দাস প্রতিমা তৈরি করে এবং বিক্রি করে বর্তমানে সংসারের দিনাতিপাত করছেন। এই রতন ঋষি দাস প্রতিমা তৈরি করা জন্য কারোর কাছ থেকে কোনো প্রশিক্ষণ ও নেনন নি।

ক্যুইন প্রজাতির আনারস চাষ করে অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ অক্টোবর।। দিনমজুর তথা রাজমিস্ত্রি থেকে বিশাল ফলের বাগানের মালিক। আজ প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন চাষী অর্থনৈতিক ভাবে অনেকটাই অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে নিজ পরিশ্রমের মাধ্যমে। বিশেষ করে শুরু থেকেই ক্যুইন প্রজাতির আনারস চাষ করে নিজের ফলের বাগানের সমৃদ্ধি ঘটায় এই জুমচাষী দিনমজুর দিলীপ দেববর্মা।

কথায় আছে রাখে হরি মারে কে একটা সময় ছিল দিনমজুরি বা রাজমিস্ত্রি করে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হতো তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত বিলাই হাম অঞ্চলের হত দরিদ্র দিলীপ দেববর্মার পরিবারটিকে। জঙ্গলের আলু কিংবা বাঁশ কুরুল বা জঙ্গলের অন্যান্য কিছু সংগ্রহ করে কোনভাবে দিননিপাত করত। আর যখন কাজ থাকত হয়তো বা রাজমিস্ত্রি করে কিছু টাকা উপার্জন করত। সালটি ছিলো ২০১৫ সাল। তখন দিলীপ দেববর্মার মাথায় আসে যেহেতু সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে আর নিজের বাড়ির পাশে বিশাল জমিও আছে নিজের যা বামফ্রন্ট সরকার পাঠটা হিসেবে দিয়েছিল সেই জমিকে কাজে লাগিয়ে কিছু একটা করা যায় কিনা। তখন তেলিয়ামুড়া কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অশোক চৌধুরী।

দিলীপ দেববর্মা তখন উনার সাথে যোগাযোগ করেন এবং আনারস বাগান করার পরিকল্পনা নেন। মহকুমা কৃষি দপ্তরে দিলীপ দেববর্মার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। তখন দিলীপ দেববর্মা কে দেওয়া হয় ক্যুইন প্রজাতির আনারসের চারা। শুরু হয় দিলীপ দেববর্মার নতুনভাবে গড়ে তোলা ফল বাগানের কাজ। ধীরে ধীরে বাগান বড় হতে থাকে। কৃষি দপ্তরও বিভিন্নভাবে দিলীপ দেববর্মাকে সাহায্য করে। ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর কেটে গেছে। আজ দিলীপ দেববর্মা আর্থসামাজিক ভাবে উন্নতি ঘটিয়েছে। এখন শুধু আনারস বাগানই নয় পাশাপাশি লিচুবাগান কিছউ পরিমাণ উন্নত প্রজাতির আম গাছ পেঁপে গাছ সুপারী গাছ আর মোসাম্বির গাছ লাগিয়ে বাগানটাকে আরো বৃহৎ আকার করে গড়ে তোলেন।

আর দিলীপ দেববর্মা কে সব দিক দিয়ে সাহায্য করছেন বর্তমান তেলিয়ামুড়া কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক সেন্টু আচার্জি। এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক বলেন, এই দিলীপ দেববর্মার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নয়নের জন্য এবং এই বাগানকে আরো বড় করে তোলার জন্য ১ হেক্টর জমিতে সুপারি চারা আধা হেক্টর জমিতে মোসাম্বির চারা আধার হেক্টর জমিতে পেঁপে চারা সহ আরো কিছু ফল গাছের চারা দেওয়া হয়েছে দিলীপ দেববর্মাকে কৃষি দপ্তর থেকে। এবং তার রক্ষণাবেক্ষনের জন্য রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ অর্থ দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয় তিনি আরো বলেন যেহেতু ক্যুইন প্রজাতির আনারসই লাভজনক তাই দিলীপ দেববর্মা। বর্তমানে প্রয়া দুলক্ষ টাকার উপর উপার্জন করে বাগহান থেকে এই রাজমিস্ত্রি দিলীপ দেববর্মা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।